পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 3 Tuesday, 3 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা ❋ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

STABILITY TRUST GROWTH

সাবধান হোন

ছদ্মবেশ ধারণকারী/পার্সেল-কেন্দ্রিক জালিয়াতি থেকে!

সাইবার অপরাধীদের থেকে-আসা অডিও / ভিডিও কলস্-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন - যারা নিজেদের আরবিআই / ব্যাঙ্কসমূহ / সরকারি এজেন্সিসমূহ / ক্যুরিয়র কোম্পানীগুলির পদস্থ কর্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার **ভয় দেখায়** কিম্বা **অবিলম্বে টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে চাপ দেয়,** নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড **ফ্রীজ্ বা ব্লক করার** হুমকি দিতে থাকে।

কী করবেন না

- **আতঙ্কিত হবেন না** - তাহলে কিন্তু প্রতারকদের ফাঁদে পড়তে পারেন
- **শেয়ার করবেন না** - যেকোনো ব্যক্তিগত / আর্থিক তথ্য কাউকে জানাবেন না
- **ক্লিক্ করবেন না** - পেমেন্ট করার জন্যে কোনো অচেনা-অজানা লিঙ্কে ক্লিক্ করবেন না

কী করবেন

- **সবসময়ে যাচিয়ে নেবেন** কল্‌কারী ব্যক্তি / টাকা-চাওয়া অনুরোধের যথার্থতা
- **অবিলম্বে রিপোর্ট করবেন** cybercrime.gov.in-এ, নয়তো সাহায্যের জন্যে 1930 নম্বরে ফোন করবেন

আরো জানতে হ'লে, এখানে দেখুন - https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud
মতামতের জন্যে, এখানে লিখে জানান - rbikehtahai@rbi.org.in

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২ডিসেম্বরঃ ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজ মেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং

সদনকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে আগ্রহী নয় বিজেপি সরকারঃ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন বারবার মুলতুবি করে দেওয়ার জন্য বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, সদনকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে আগ্রহী নয় বিজেপি সরকার। বিরোধীদের স্লোগানে সোমবারই উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা ও রাজ্যসভা, হইহট্টগোলের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।এ প্রসঙ্গে সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলা উচিত। রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়-সহ আমাদের দলের অনেক বিষয় রয়েছে। আমাদের বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সারের ইস্যু রয়েছে। আদানি ইস্যুটি বিজনেস উপদেষ্টা কমিটিতে আলোচনা করা উচিত। সদন চকছে কিনা তা দেখার দাযিত্ব প্রধান শাসক দলের। এই বিজেপি সরকার সদন চালাতে আগ্রহী নয়।

ফের বাংলাদেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দল এবং সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরও এক বার দল এবং সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার দুপুরে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশের বিষয়ে কেন্দ্রের পরামর্শ মেনেই চলবেন তাঁরা। বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিন প্রধানমন্ত্রী। যদি তাঁর কোনও অসুবিধা থাকে, তবে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিন।একই সঙ্গে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষক বাহিনী (পিস কিপিং ফোর্স) পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।বিধানসভায় সোমবার কেন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে শান্তি বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। তবেএকই সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বিবৃতি দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরাট স্বস্তি, হিমাচলে রোপওয়ে প্রকল্পের জন্য বন ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই

শিমলা, ২ ডিসেম্বর ঃহিমাচল প্রদেশের মতো সমস্ত পার্বত্য রাজ্যের জন্য বিরাট স্বস্তি! কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, হিমাচল প্রদেশ-সহ পাহাড়ি রাজ্যগুলিকে রোপওয়ে প্রকল্পের জন্য আর বন ছাড়পত্রের দরকার পড়বে না। এই ছাড় প্রত্যাহারের ফলে রোপওয়ে প্রকল্প বাস্তবাযনে যেমন আর বিলম্ব হবে না, তেমনই খরচও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।হিমাচল সরকার এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক উভয়ই কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রককে ২০১৯ সালের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে গত বছর পর্যন্ত অনুসরণ করা আগের ব্যবস্থায় ফিরে যাওযার জন্য অনুরোধ করেছিল। গত বছর কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু.পরিবর্তন মন্ত্রক ২০১৯ সালের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেয়, যা রোপওয়ে প্রকল্পগুলিকে বন ছাড়পত্র চাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে।

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে র আত্মজীবনী

দুরন্তবার্তা,বাকুড়াঃ১৯৬৮ সালের১ লা ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত মানডিহা গ্রামে এক দরিদ্র তিলি পরিবারে আমার জন্ম। শৈশবের নিদারুণ দারিদ্রতা ছিল আমার প্রতিদিনের সঙ্গী। অভাব অনটনের সংসার। প্রতিদিন , প্রতিবেলা অনাহারে কাটাতে হযেছে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে- শিশু শ্রমিকের কাজ করেছি। শৈশবের অধিকাংশ দিন উপোস করে কাটাতে হয়েছে।আমার বাবা শ্রী বাউল চন্দ্র দে। স্থানীয় এক জোতদার এর অধীনে স্বল্প বেতনে কাজ করতেন। মা বিলাসী বালা দে। একজন আদর্শ গৃহবধূ। মানডিহা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার লেখাপড়া শুরু। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করি। ইতিপূর্বে মানডিহা গ্রাম থেকে কোনো ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে নি । তাই গ্রামবাসী খুব খুশি হয়েছিল। আমাকে গ্রামের মানুষ আদর করে বলতে শুরু করেছিল- গ্রামের উদীয়মান সূর্য।১৯৮৭ সালে রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করি। রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় আমাকে K. P. S Memorial Award দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তারপর বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে অনার্স গ্রাজুয়েট পাস করি। রামানন্দ কলেজে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য এন. এস. এস ইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করি। এরপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী করতে গিযে. পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসি। জীবন যুদ্ধে জানতে পারি-দারিদ্রতার অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব।১৯৯১ সাল। বাঁকুড়া জেলায় শুরু হয়েছে তখন সাক্ষরতা আন্দোলন। গরিব আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম। ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালার পাড়া আদিবাসী সাক্ষরতা কেন্দ্রে দীর্ঘ সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেছি। ১০-১২টি আদিবাসী গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলাম- আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা।১৯৯৯সালে ১ লা জুলাই বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করি। এরপর জন্মভূমির টানে ১৭ ই জুলাই ২০০২ সালে মানডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হই। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়-তালারপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আদিবাসী পল্লীর পড়ুয়ারা যাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করি মানডিহা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়।১৮ ই জানুয়ারি ২০১৩ সালে মানডিহা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভ উদযাপন মুহূর্তটি ইতিহাস সাক্ষী থেকে স্মরণীয় করে তুলেছিলাম।২০১৬ সালে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশ মোতাবেক ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করি। বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নের জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ২০১৯ সালে রাজ্য সরকার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিশু মিত্র বিদ্যালয় পুরস্কার দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে।রাজ্যস্তরীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে সুসজ্জিত মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলাম -ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। জীবনের সায়াহ্নে শিশু মিত্র খেতাব লাভ করে ওন্দা ব্লকের ইতিহাসের পাতায় নিজের ও বিদ্যালয়ের জায়গা করে নিয়েছি।

বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুদের বাঁচাতে ভগবান কৃষ্ণের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা

কলকাতা,২ডিসেম্বরঃ গত রবিবার সারা বিশ্বের ইসকন মন্দিরের সাধুরা ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তারা বলছেন বাংলাদেশের হিন্দুদের বাঁচানোর কেউ নেই। এই সময় দরকার ভগবান কৃষ্ণের। কলকাতার ইসকনের সহসভাপতি রাধারমন দাস বলেন, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদী ভীম, অর্জুনের কাছে কাতর হয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তারা মাথা নিচু করে ছিল। তখনই ভগবান কৃষ্ণ আন্তরিক্ষে থেকে দ্রৌপদিকে রক্ষা করেন। তাই আজ আবার অমরা ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছি, বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষা করুন। চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেফতারি এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের ঘটনার প্রেক্ষিতে রবিবার কলকাতার ইসকনে শান্তিপ্রার্থনার আয়োজন করা হয়। সেই শান্তি প্রার্থনা হয় বিশ্বের সমস্ত ইসকন মন্দিরে। ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি এবং মুখপাত্র আরও বলেন, ‘ তিনি হাত তুলে ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা শুরু করেছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন। আজ আমাদের অবস্থাও সেরকম আমরা দেখছি যে গত ১০০ দিন ধরে বাংলাদেশের হিন্দুরা দৌপ্রদীর মতো রাষ্ট্রসংঘের কাছে আকুতি করছেন, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কাছে আকুতি করছেন। কিন্তু কেউ সাহায্য করছে না। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আমরা।’ বাংলাদেশ দেশ থাকে কোনোভাবে যারা এপারে চলে আসতে পেরেছেন, তারা সকলেই জানিয়েছে যে কি ভয়াবহ অবস্থা চলেছে বাংলাদেশে।

কালিংপং এর কাছেই অফবিট গ্রাম ‘বেনদা’ - রূপে অনন্য

প্রতিবেদন,২ডিসেম্বরঃ ভাবছেন পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন! কিন্তু দার্জিলিং,কালিংপংএ তো জায়গা নেই, পেলেও গিজ গিজ করছে মানুষ। তাই আজ আমরা পাহাড়ের নতুন গ্রামের খোঁজ দিচ্ছি আপনাদের। আর এই ভিড়েই একলা হতে চলে আসুন কালিম্পংয়ের কাছেই অফবিট লোকেশন বেনদা। ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা উপত্যকায় তৈরি হয়েছে এই গ্রামটি। ছোট ছোট কটেজে রয়েছে হোমস্টে। সঙ্গে আবার তিরতির করে বয়ে গিয়েছে পাহাড়ি ঝোড়া। ছোট্ট গ্রামে ফুলগাছের অভাব নেই। গ্রামের ছেলদের মাঝে ফুটবল খেলা দেখতে মন্দ লাগবে না। একেবারেই পর্যটকদের ভিড় নেই এখানে। সন্ধে থেকে আগুন জ্বালিয়ে জমিয়ে আড্ডা। তার সঙ্গে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা মোমো আর স্যুপ।সকালে ঝকঝকে রোগে গা সেঁকে চুমুক দিন চায়ের কাপে। দূরেই উঁকি দিতে দেখা যাবে কাঞ্জন জঙ্ঘা। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলেই সেই সুযোগ মিলবে। গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা মিলবে কাঞ্চনজঙ্ঘার। রাতে দেখবেন সিকিমের আলোর ঝলকানি। এক নৈস্বর্গিক অনুভূতি হবে আপনার। গ্রামের কাছেই ছোট্ট নদীর পাড়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিতে পারবেন। চার পাশে বিভিন্ন রকমের সব চাষ। সরু রাস্তা দিয়ে গিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় এই নদীর পাড়ে। পাশেই রয়েছে মন্দির। ঋষি খোলা নদীর কুলুকুলু বয়ে যাওয়া আর তার পাড়ে ছোট্ট একটা মন্দির। বেশ নান্দনিক পরিবেশ। মন ভরে যাবে। অনেকে এখানে ট্রেক করতে পারেন। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে অসংখ্য ফুলের গাছ। বেনদায় খুব একটা পর্যটকদের সমাগম হয় না। তাই এখানে আসতে হলে আগে থেকে হোমস্টে বুক করে আসাই বাল। কালিম্পং থেকে গাড়ি করেও আসা যায়। তবে হোম স্টের গাড়িতে এলে সুবিধা হবে বেশি। এনজেপি থেকে শেয়ার গাড়িতে পৌঁছে যান কালিম্পং সেখান থেকে আবার গাড়িতে বেনদা। যে পথেই যান, দু’পাশের সৌন্দর্য কিন্তু অসাধারণ। মন জুড়িয়ে যাবে।

বিরোধীদের তুমুল হইচই সংসদে, দিনের মতো মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলে ফের উত্তাল হয়ে উঠল সংসদের উভয়কক্ষ। সোমবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন, কিন্তু বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে প্রথমে বারোটা পর্যন্ত উভয়কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।পরে বারোটার পর অধিবেশন শুরু হলেও, একইরকম পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে সংসদের উভয়কক্ষে। ফলে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেছেন, খুবই হতাশ লাগছে! আমি এই আশা নিয়ে এসেছি যে, সদনে সুষ্ঠুভাবে কাজ হবে, কিন্তু আমি খুবই হতাশ যে সদন কাজ করতে পারছে না। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, বিরোধীদেরও কথা বলতে দেওয়া উচিত।

আওয়াধ ওঝা যোগ দিলেন এএপি-তে, স্বাগত জানালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং নেতা মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে সোমবার আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন আওয়াধ ওঝা। কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া তাঁকে এএপি-তে স্বাগত জানিয়েছেন। আম আদমি পার্টিতে যোগদানের বিষয়ে আওয়াধ ওঝা বলেছেন রাজনীতিতে যোগ দিয়ে, আমাকে শিক্ষার জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়ায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মনীশ সিসোদিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষা এমন একটি মাধ্যম যা পরিবার, সমাজ এবং দেশের আত্মা।তিনি আরও বলেছেন, আজ আমার রাজনৈতিক ইনিংসের শুরুতে আমি আপনাদের সবার সঙ্গে একটি বিষয় ভাগ করে নিতে চাই, যদি আমাকে রাজনীতি ও শিক্ষার মধ্যে একটি বেছে নিতে হয, তাহলে অবশ্যই শিক্ষাকে বেছে নেব। রাজনীতিতে যোগদানের মাধ্যমেই শিক্ষার উন্নয়ন আমার উদ্দেশ্য।

দিল্লিতে ফের কৃষক আন্দোলন, ৫-দফা দাবিতে সংসদ ভবন অভিযান অন্নদাতাদের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃকৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের অশান্তির আশঙ্কা রাজধানী দিল্লিতে। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে ভারতীয় কিষাণ পরিষদ (বিকেপি)। লক্ষ্য, নতুন তিন কৃষি আইনের আওতায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবিদাওয়াকে তুলে ধরা। সোমবার দুপুর ১২টায় শুরু হয় মিছিল। হেঁটে এবং ট্রাক্টরে চেপে আন্দোলনকারী কৃষকেরা এগিয়ে আসছেন সংসদ ভবনের উদ্দেশে।আন্দোলনরত কৃষকরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে দিল্লির দিকে মিছিল এগিয়ে আসছেন। এদিকে, নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলে পুলিশ ব্যারিকেডের উপর উঠে পানে আন্দোলনকারীরা। কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে দিল্লি-উত্তর প্রদেশ চিল্লা সীমান্তে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, এ বিষয়ে এডিসিপি ইস্টার্ন রেঞ্জ সাগর সিং কালসি বলেছেন, আমরা প্রস্তুত রয়েছি। নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডার মধ্যে রাস্তা অবরোধ করতে পুলিশ নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলে ব্যারিকেড বসিয়েছে।

এখনই থামবে না বৃষ্টি, কেরল ও মাহে-তে ভারী বর্ষণের লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড়ের দুর্যোগ কেটেছে, তবে বৃষ্টি এখনই থামছে না দক্ষিণ ভারতে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কেরল ও মাহে-তে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে এই সময়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এরপর ৩ ডিসেম্বর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় কর্ণাটক ও লাক্ষাদ্বীপে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী দিন ৪ ডিসেম্বর কেরল ও মাহে-তে এবং লাক্ষাদ্বীপে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

সিওর সাকসেস একাডেমির বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান

দুরন্তবার্তা,২ডিসেম্বরঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজকুল সংলগ্ন পোড়াচিংড়া এলাকায়(আনন্দ কমপ্লেক্স) অবস্থিত সরকার অনুমোদিত সিওর সাকসেস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিথি অধ্যাপক,সমাজ-মনো বিশ্লেষক এবং লেখক মাননীয় জয়দেব বেরা মহাশয়।উপস্থিত ছিলেন একাডেমির কর্ণধার মাননীয় শুভেন্দু জানা মহাশয়,ডাইরেক্টর নন্দিনী জানা ও ডাক্তার উত্তম কুমার সাউ মহাশয় সহ ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অভিভাবকগণ।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং,পড়াশোনা ও মানসিক সমস্যা জনিত কাউন্সেলিং,সার্টিফিকেট প্রদান সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কাশ্মীর উপত্যকায়, বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর। শ্রীনগর থেকে লেহ, সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন মূলত মেঘলা আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। এই সময়ে সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাাে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৩ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ৪-৭ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। এরপর ৮ ডিসেম্বর ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ ডিসেম্বর সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাত হতে পারে। এরপর ফের ৯-১২ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া থাকবে শুস্ক।

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের শুরুতেই পারদ-পতনের ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহেই নতুন করে তাপমাত্রা কমতে পারে, শুরু হতে পারে জমজমাট শীতের আমেজ। তার আগে সোমবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল উর্ধ্বমুখীই। এদিন মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৩ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা৫৪মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৮-মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৭ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১ পোইনু, আসামঃ ১৬ অঘোন, মুসলিমঃ৩০-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৩ঃ ১৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ ২৩।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৬ঃ৫৪ঃ ৪৯(২) এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৫ঃ ০০(২)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩২ দং ১৫০৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃজ্যেষ্ঠা বিকাল ঘ ০৩ঃ৫৭ঃ১০ দং ২৪৪৩৫ পর্যন্ত পরে মূলাকরণঃবব দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩২ দং ১৫০৩০ পর্যন্ত পরে বালব রাত্রিঃ১২ঃ২২ঃ১৫ দং ৪৫৪৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃধৃতি সন্ধ্যা ঘ ০৪ঃ৫৫ঃ৩০ দং ২৭১০২৫ পর্যন্ত পরে শূলঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৩ঃ ২০ থেকে - ০৭ঃ২৯ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ২২ থেকে - ১১ঃ ০৪ঃ২৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৭ঃ ২৭ থেকে - ১০ঃ৫৯ঃ২৪ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৩১ঃ২২ থেকে - ০৩ঃ ২৪ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০১ঃ৫৬ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩৯ঃ২৭ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩৮ঃ২৩ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ২২ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ২৩ঃ৫৮ থেকে - ০৮ঃ৪৪ঃ৩৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৯ঃ৪৬ঃ৩৩ থেকে - ১১ঃ২৫ঃ৫৪ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১৬৩৮৩৬ (১৭) ৪ পদচন্দ্রঃ ৮৬৪০৪৫ (১৯) ৩ পদমঙ্গলঃ৩১০২১২৩ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১৫৩৮১১ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৪৮৫৮ (৫) ১ পদশুক্রঃ৯০১২৫৫ (২১) ২ পদশনিঃ১০১৫৩২৫৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১১৭১৩ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১১৭১৩ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ০৬ঃ৫২ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ১২ঃ১০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ৫৯ঃ০৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ৩২ঃ ২৭ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০২ঃ০৩ঃ ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ ০৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ ৪২ঃ২৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ১১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ২২ঃ৫০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৩৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ১২ পর্যন্ত।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 3 Tuesday, 3 December, 2024 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা ✻ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

আমি দলের চেয়ারপার্সন, আমার কথাই শেষ কথা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ কদিন আগে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তৃণমূলে ক্ষমতার কেন্দ্র একটাই। দুটো নয়। সোমবার তা আরও পষ্টাপষ্টি বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে মমতা পষ্টাপষ্টিই বলেন, ‘‘আমি দলের চেয়ারপার্সন, আমার কথাই শেষ কথা।’’ সূত্রের খবর, তাৎপর্যভাবে আরও দুটি কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলে ছাত্র ও যুব সংগঠন অনেক দিন ধরে দেখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ছাত্র ও যুব সংগঠন আমি সাজিয়ে দেব।’’ তৃণমূলে অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেতা নারায়ণ গোস্বামীকেও এদিন ধমক দিয়েছেন দিদি। তাঁকে বলেছেন, ‘‘তোমাকে আর এদিক ওদিক যেতে হবে না। নিজের এলাকায় নজর দাও।’’ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রসায়ন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে কদিন আগে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন নারায়ণ। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলে একটা ঝাঁকুনি দিতে চাইছিলেন। লোকসভা ভোটের ফল

মন্ত্রী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে মমতা

প্রকাশের পর পরই সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু এরই মধ্যে আরজি কর কাণ্ড প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সম্প্রতি উপনির্বাচনের ফলাফলে আরজি কর পর্ব আড়াল হয়ে যাওয়ার পর ফের সেই ঝাঁকুনির প্রক্রিয়া দিদি শুরু করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, বিধানসভার নওসাদ আলি কক্ষে পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ছাব্বিশের ভোট আসছে। মানুষের ঘরে ঘরে যান। অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিন। আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ হোন।’’ বাংলায় এখন আপাত ভাবে একটা বিরোধী শূন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি উপনির্বাচনের পর তেমনই যেন একটা আবহ। এই অবস্থায় তৃণমূলের অনেক নেতা মন্ত্রীর মধ্যে যেমন খুশি সাজো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই আলটপকা অনেক কথা বলে দিচ্ছেন। তাতে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিধায়কদের সাফ বলে দেন, মেপে কথা বলতে হবে। যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা মিডিয়ার সামনে মুখ খুললে চলবে না। বেচাল দেখলে দল ব্যবস্থা নেবে। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে এ জন্য একটু বকুনিও খেতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনও বলেন, ‘‘কারও কোনও অসুবিধা থাকলে তাঁরা যেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস বা দেবাশিস কুমারকে জানান।’’ দিদির এ কথাও অনেকে অর্থবহ বলে মনে করছেন। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, কদিন আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তা যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, এখন বোঝা যাচ্ছে। কল্যাণের সেদিনের কথা আর মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও যেন একটা সুতো আছে। অর্থাৎ এক সুতোতেই তা গাঁথা।

রোগী কল্যাণ সমিতির মাথা থেকে সব তৃণমূল নেতাকে সরানো হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ আরজি করের ঘটনার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, সরকারি হাসপাতালগুলির রোগী কল্যাণ সমিতিতে সেই হাসপাতালের সুপার বা অধ্যক্ষই চেয়ারম্যান হবেন। রোগী কল্যাণ সমিতির শীর্ষ পদে কোনও রাজনৈতিক নেতা থাকবেন না। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে তা নিশ্চিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনেই রয়েছে। এদিন তাঁর দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে, রাজনৈতিক নেতারা এখন রোগী কল্যাণ সমিতিতে শুধু জন প্রতিনিধি হয়ে থাকবেন। সে ক্ষেত্রে সরকার হাসপাতালওয়ারি দায়িত্ব বণ্টনে কিছু রদবদল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন যে আরজি কর হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য জুড়ে সেখানে শান্তনু সেনের পরিবর্তে রোগী কল্যাণ সমিতিতে আনা হল কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে। আবার মানিকতলার নতুন বিধায়ক তথা একদা মমতার সহপাঠী সুপ্তি পান্ডেকে এনআরএসের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য করা হল। অরূপ বিশ্বাস এসএসকেএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁকে সেই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য করা হল। উল্লেখ্য, আগস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডের পরেই হাসপাতালগুলির রোগীকল্যাণ সমিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এতদিন হাসপাতালগুলির রোগী কল্যাণ সমিতির মাথায় থাকতেন জনপ্রতিনিধিরা। আরজি করের ঘটনার পরেই পুরনো রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তখনই মমতা জানিয়েছিলেন, এখন থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল।

পার্থ মামলায় আইনজীবীদের কড়া ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ ফের স্থগিত হয়ে গেল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডি-র মামলায় জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পার্থ। প্রথম দিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কড়া বার্তা দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কেন এতদিন পার্থকে আটকে রাখা হয়েছে, সেই যুক্তিও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্ট না মেলায় আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনের শুনানিও স্থগিত হয়ে গেল। আইনজীবীদের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে এদিন। দীর্ঘদিন ধরে জেলে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ মামলায় জীবনকৃষ্ণ সাহা, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সহ অনেকে জামিন পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। শুনানিতে সেই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন পার্থর আইনজীবী মুকুল রোহতাগি। এরপর সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিল পার্থ কতদিন ইডি ও সিবিআই হেফাজতে ছিলেন। জেল হেফাজতে পর্যায়ক্রমে কতদিন ছিলেন, সেই সংক্রান্ত তথ্যও জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই তথ্য জমা দিতে দেরি করেছেন আইনজীবীরা। সেই কারণেই শুনানি স্থগিত হয়ে যায় সোমবার। বিচারপতি সূর্যকান্ত জানান, গতকাল অর্থাৎ রবিবার রাতেই তাঁরা এই রিপোর্টের খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু রিপোর্ট জমা করা হয়নি। রিপোর্ট পড়তে ২-৩ দিন সময় লাগবে বলেও জানান তিনি। আইনজীবীদের কার্যত ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ‘‘কোর্টে যা ইচ্ছা করতে পারেন না। এখানে একটা ওয়ার্ক কালচার (কর্মসংস্কৃতি) থাকা উচিত।’’ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বোঝানোর চেষ্টা করেন, এই রিপোর্ট শুধুমাত্র এক পাতার একটি চার্ট। তবে কোনও কথা শোনেননি বিচারপতিরা। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

‘কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের অসহযোগিতায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ রেল-সহ কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের অসহযোগিতায় প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ সরকারের বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সোমবার নবান্নের বৈঠকে রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘ওদেরকে ইমিডিয়েট কো-অপারেশন করতে বলুন, না হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ভোটের প্রচারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে, অথচ কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের জন্য রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এরমধ্যে রেলওয়ের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না। এনএইচ এর জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না।’’ এ প্রসঙ্গে ডিভিসিকেও এক হাত নেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ডিভিসি শুধু বন্যার জল ছাড়তে জানে, খাবার জল দেয় না। ওদের জন্য প্রায় ৪ লক্ষ পরিবার পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।’’ এভাবে একে একে কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের জন্য কোথায় কত মানুষ সরকারের ঘরে ঘরে জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, তার তালিকাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছানোর টার্গেট রয়েছে রাজ্যের। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যজুড়ে সেই কাজও চলছে। পিএইচই-র দাবি ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ বাড়িতে সংযোগ পৌঁছে গেছে। যদিও তা নিয়ে গত ২৬ নভেম্বরের প্রশাসনিক বৈঠকে সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ পুনরায় রি-চেক করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই সামনে এসেছে ভয়াবহ এই তথ্য। এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কাজ থেকে পাওয়া সেই পরিসংখ্যান জনসমক্ষে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে কাজে গাফিলতির অভিযোগে একাধিক ঠিকাদার, একাধিক ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে আইনি পদেক্ষপ নেওয়ার কথাও জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

জটিলতার অবসান! ফড়নবীশই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ২ ডিসেম্বরঃ মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। তবে অবশেষে জটিলতার অবসান হয়েছে। আগামী ৫ ডিসেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টির দেবেন্দ্র ফড়নবীস মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন বলে দলের নেতারা জানিয়েছেন। শীর্ষপদে তাঁর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে, যদিও এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রাক্তন ও তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ), যা মহারাষ্ট্রে মহাযুটি ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একনাথ শিন্ডে যদিও মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা কালে মহাযুটির সাফল্যে ভূমিকা রেখেছেন, তবুও ফড়নবীসের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং দলের প্রতি আনুগত্য তাঁকে এই পদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী করে তুলেছে। ৫ ডিসেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জানা গেছে, মুম্বাইয়ের রাজভবনে একটি বৃহ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, মহাযুটির শরিকরা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত

নামে পরিচিত, সদ্য সমাপ্ত রাজ্য নির্বাচনে বিশাল জয়লাভ করেছে। এই জয় উদযাপনের মধ্যেই বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব দেবেন্দ্র ফড়নবীসকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এগিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এখনও নতুন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেয়নি, ২ বা ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বিজেপি বিধানসভার দলনেতা হিসেবে দেবেন্দ্র ফড়নবীসকে নির্বাচিত করার পরিকল্পনা করছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপির এই পদক্ষেপ কার্যত ইঙ্গিত দিচ্ছে, শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। দেবেন্দ্র ফড়নবীসের নেতৃত্বগুণ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা তাঁকে এই পদে এগিয়ে রেখেছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপির বিস্তারে তাঁর থাকবেন। তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, যিনি এনডিএ-র জয়ের অন্যতম কারিগর, ফড়নবীসের নেতৃত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শিন্ডে শিবিরে কিছুটা ক্ষোভ থাকতে পারে। শিন্ডে ও তাঁর শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী) মহাযুটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁদের সমর্থন বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুটির এই বিশাল জয় এবং ফড়নবীসের সম্ভাব্য নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। কৃষি, শিল্প এবং পরিকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে নতুন সরকারের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে জামিন অয়ন শীলের, দেওয়া হল বেশ কিছু শর্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় আরও এক জনের জামিন। এবার জামিন পেলেন অয়ন শীল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন অয়ন শীল। পুরনিয়োগের ওএমআর শিট বানানোর বরাত পেত অয়ন শীলের সংস্থা। ইডি তদন্ত করতে গিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে পুরনিয়োগ দুর্নীতির যোগসাজশ পাওয়ার পর গ্রেফতার করেছিল অয়ন শীলকে। শর্ত সাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ২০ মার্চ ২০২৩ এ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি। তবে অয়ন শীলকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। মোবাইল নম্বর বদল করা যাবে না।

তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তৎকালীন তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘‘ঘনিষ্ঠ’ প্রোমোটার অয়নকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অয়ন আট এজেন্টের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকা গিয়েছিল সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। অয়ন শীল ইমেলের মাধ্যমে সন্তুকে সেই তালিকা পাঠাতেন। সেই তালিকা পৌঁছত কুন্তলের কাছে।

‘রাষ্ট্রপুঞ্জে সরব হোক ভারত’

বাংলাদেশ নিয়ে বড় দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রমশ। আটকে দেওয়া হচ্ছে কলকাতাগামী বাস। বেলঘরিয়ার বাসিন্দা এক যুবককে মারধর করার অভিযোগও উঠেছে বাংলাদেশে। এরপরই বাংলাদেশ নিয়ে বিধানসভা থেকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিক। মমতা বলেন, ‘‘প্রয়োজনে রাষ্ট্রপুঞ্জে কথা বলুক ভারত, যাতে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো যায়।’’ সোমবার মমতা বিধানসভায় বলেন, ‘‘সাম্প্রতিক যে ঘটনাগুলি ঘটছে, আমি এই ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। এটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে পড়ে।’’ তিনি উল্লেখ করেছেন, কয়েকদিন আগে এ রাজ্যের প্রায় ৭৯ জন মৎস্যজীবী ভুল করে ঢুকে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। তাঁদের বাংলাদেশের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা এখনও মুক্তি পাননি। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি বলে উল্লেখ করেন মমতা। মমতা বলেন, ‘‘গত ১০ দিন ধরে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে চুপ করে আছে। আর তাদের দল রোজ মিটিং-মিছিল করছে। বলছে বর্ডার আটকে দেব। কিন্তু এগুলো আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। সরকার গাইডলাইন দিলে আমরা বন্ধ করতে পারি।’’ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতি দাবি করেছেন তিনি। মমতার দাবি, প্রধানমন্ত্রীর যদি কূটনৈতিক কারণে কোনও অসুবিধা থাকে,

তাহলে অন্তত বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে জানাক যে তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ওয়াকফ বিল সংশোধনের নামে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐক্য ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। আগেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এ অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এ প্রসঙ্গে মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে আরও সুর চড়ালেন মমতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘ট্রাইবাল, খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবেন? বালাজি ট্রাস্টের কত সম্পত্তি আছে, সেটা দখল করতে পারবেন? বুকের পাটা আছে? গোল্ডেন টেম্পল এর সম্পত্তি দখল করতে পারবেন? তাহলে কেন একটা নির্দিষ্ট ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন?’’ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এ ব্যাপারে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার কথায়, ‘‘আপনাদের কি লোকসভায় টু থার্ড মেজরিটি আছে? রাজ্যসভায় আছে? দেখবেন সংবিধান পাল্টাতে গেলে দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি প্রয়োজন হয়। পারবেন না। দেশে আইন আদালত রয়েছে, সংবিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘ওয়াকফ ভুলে যান, সিএএ তে কেন মুসলিমদের বাদ দেওয়া হলো। এনআরসি তে কেন এত নাম বাদ দেওয়া হলো। সেখানে তো অনেক হিন্দু, নেপালি নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড করার কথা বলছেন কেন? যা আছে অ্যাজ ইট ইজ, এটা তো আমি পরিবর্তন করতে পারি না। এটা তো সংবিধানে রয়েছে।’’ মমতা এও বলেন, ‘‘আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি। কিন্তু হিন্দু ধর্মে জন্মেছি বলে আমাকে কেউ ইজারত দেয়নি আমি অন্য ধর্মকে হিংসা করব, দাঙ্গা করব। ওয়াকফে অনেক হিন্দু পরিবার দান করেছে। কিন্তু এই বিলে বলা হয়েছে হিন্দুরা দান করতে পারবে না। কেন? মুসলিমরা যেমন মন্দির ট্রাস্টে থাকে না, হিন্দুরাও তেমনি মসজিদ ট্রাস্টে থাকে না।’’ জেপিসির কলকাতা সফর বাতিল করা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘জেপিসি-র কলকাতায় ভিজিট করার কথা ছিলো, কিন্তু সেটা বাতিল করা হয়েছে। এই সফর হলে তো কেউ কেউ তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের কথা জানাতে পারতো। কিন্তু সফর বাতিল করা হল কেন ? ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।’’

পেট্রাপোল সীমান্তে মহম্মদ ইউনুসকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ২ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসকে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে অত্যাচার এবং বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেফতারির প্রতিবাদে সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে যে সভার আয়োজন করা হয়, সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘ইউনুস হুঁশিয়ার, একদিনে শুধু কলকাতায় যে আবর্জনা বের হয়, ওটা ফেলে দিয়ে এলেই না ঢাকা পড়ে যাবেন আপনি। পাঙ্গা নিতে আসবেন না।’’ সেখানেই থামেননি শুভেন্দু। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কিছুটা দাঁড়িয়ে ইউনুস সরকারকে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, ১৯৭১ সালে ১৭,০০০ ভারতীয় জওয়ান আত্মবলিদান দিয়ে এই বাংলাদেশ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। ভুলে যাবেন না। কেউ যদি অতীত ভুলে যান, তাঁর ভবিষ্যৎ ভালো হয় না। ভালো হতে পারে না ভবিষ্যৎ। আর ভবিষ্যৎ ভালো করতে চাইলে এখনই বাংলাদেশকে শুধরে যেতে হবে বলেও হুংকার দেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে আজ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে আজ বাণিজ্য বন্ধ থাকবে। আজ সকাল ছ’টা থেকে বাণিজ্য বন্ধ আছে। এটা ২৪ ঘণ্টা চলবে। আগামিকাল সকাল ছ’টা পর্যন্ত (এটা চলবে)।’’ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ‘‘এটা ট্রেলার দেখিয়ে গেলাম। অত্যাচার বন্ধ না হলে এর পরের সপ্তাহে আমরা পাঁচদিন বন্ধ করব। তারপর ২০২৫ সালে আমরা লাগাতার বন্ধ করে ওরা আলু, পেঁয়াজ কীভাবে খায়, সেটা দেখিয়ে দেব। আমাদের নাম ভারতবর্ষ।’’ শুভেন্দু যেদিন সেই মন্তব্য করেন, সেদিনই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বাংলাদেশে যা পরিস্থিতি, তাতে সেখানে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো উচিত। যদিও তা নিয়ে শুভেন্দু পালটা দাবি করেছেন, যখন শেখ হাসিনাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রতিবাদ চলছিল, সেইসময় আক্রান্তদের পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দায়িত্ব ঠেলছেন বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। এমনিতে পেট্রাপোলে যে মঞ্চ থেকে শুভেন্দু সেইসব মন্তব্য করেছেন, তা অরাজনৈতিক মঞ্চ ছিল। সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকে সেই সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার থেকে কি বাজারে পাবেন না আলু? বড় সিদ্ধান্ত মালিকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তার আগে রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল তাঁদের। তবে সেই মিটিংয়েও কাটল না জট। সেই কারণে আগামিকাল থেকে ধর্মঘটে অনড় আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকরা। আর ধর্মঘট যদি চলে তবে কি আলুর দাম বাড়বে? এ দিন, মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে আলু ব্যবসায়ীদের বৈঠক ছিল। সূত্রের খবর, ব্যবসায়ীরা বলেছেন তাঁদের কাছে প্রচুর অনুন্নত আলু রয়েছে। এই ধরনের আলু এ রাজ্যে ব্যবহার না হলেও, সেই আলুগুলি অন্য রাজ্যে রপ্তানি করলে তারা তা ব্যবহার করতে পারবেন। এতে ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। কিছু রোজগারও হবে। যদিও, মন্ত্রীর তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে এ রাজ্যের নীতি ব্যবসায়ীদের মেনে চলতে হবে। প্রসঙ্গত, আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করার পরই গত ২৩ নভেম্বর আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে হরিপালে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বৈঠকে ঠিক হয়, ২৬ টাকা কেজি দরে হিমঘর থেকে আলু বিক্রি করবেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত দামে আলু বিক্রি করলেও ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের সীমানায় আলুর গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে কোনও

নির্দেশিকা ছাড়াই। এছাড়াও বেআইনিভাবে জরিমানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের দাবি, রাজ্যের কমবেশি ৫০০টি হিমঘরে এখনও ছয় থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে। ডিসেম্বরে রাজ্যের মোট আলুর চাহিদা তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন। স্বাভাবিক ভাবেই ডিসেম্বরে রাজ্যের চাহিদা মেটানোর পরেও হিমঘরগুলিতে আড়াই থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আলু উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। সরকার ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর খালি করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে উদ্বৃত্ত ওই আলু ভিনরাজ্যে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। এর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই বাজারে ঢুকতে শুরু করবে নতুন আলু। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের বাজারগুলিতে কিছুটা হলেও চাহিদা কমবে সংরক্ষিত আলুর। রাজ্যের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা সোমবার দুপুরে বৈঠকে বসেছিলাম। কিন্তু সেই বৈঠকে কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। মন্ত্রী আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমরা ওই বৈঠকে হাতেগোনা যে ক’জন প্রতিনিধি গিয়েছিলাম, তাঁদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সোমবার মধ্যরাত থেকে আমাদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত জারি থাকছে। মঙ্গলবার হুগলির তারকেশ্বরে ব্যবসায়ী ভবনে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানেই রাজ্য সরকারের অবস্থান ও আমাদের ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা হবে।’’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সাইবার প্রতিরক্ষা

সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে এখন সাইবার হানা। সাইবার হানাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল হচ্ছে। বিশ্বের অধিকাংশ ব্যক্তিরা সাইবার হানায় আক্রান্ত। সাইবার হানা দিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জানতে চেষ্টা করছে হ্যাকাররা। তারা এখন বিশাল ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে। সেই ফাঁদে কেউ এবার পা বাড়ালে তাকে রক্ষা করাটা খুবই কঠিন। সাইবার প্রতারণা হতে শুরু করেছে। কলকাতা সাইবার পুলিশের কাছে প্রতিদিনই কয়েক হাজার করে অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করেছে। যত না লোকাল ডাইরি হচ্ছে অভিযোগ নিয়ে তার চেয়ে বেশি সাইবার প্রতারনার অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মোবাইল হ্যাক করা থেকে শুরু করে কম্পিউটার হ্যাক করাও হচ্ছে। ব্যক্তি তথ্য জানার চেষ্টা করছে হ্যাকাররা। এদিকে চিন দেশ হ্যাকিং করতে পারে বেশি। তাদের হ্যাকাররা আমেরিকার বিজ্ঞান তথ্যকে হ্যাক করে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার বহু গোপন তথ্য চিনের হাতে গিয়ে পৌঁছে। আমেরিকার সাইবার তথ্য বিভাগ বলতে শুরু করেছে বাদ পড়ছে ভারতও। তাদের তথ্যকে চিনা হ্যাকাররা হ্যাক করার চেষ্টা করছে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধা করতে এই হ্যাক করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তাইওয়ানের ইন্টারনেট সংযোগ কাটতে শুরু করে দিয়েছিল চিন সেনারা। তা দেখতে পেয়ে তাইওয়ান সেনারা চিন সেনাদের তাড়া করলে পালিয়ে যায়। ম্যান্ডিয়্যান্ট নামে গুগুলের একটি সংস্থা দাবি করতে শুরু করেছে যে হ্যাকাররা সারা বিশ্বে সাইবার জাল পেতে বসে রয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা এবং চিন সরকারকে সহযোগিতা করা। বিশ্বের ১৬টি দেশের ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে এই সব হ্যাকাররা। তারা এই সব দেশের বহু গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে। গত মে মাসে ব্যাপারটা নজরে আসে। চিন দেশের মদতপুষ্ট হ্যাকাররা গত অক্টোবর মাস থেকে এই সব কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন পাকিস্তানকে বাদ দেয়নি। সেখানেও চিনা হ্যাকাররা কাজ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে। শ্রীলঙ্কার বিদ্রোহ এর খবর সংগ্রহ করেছে চিনের হ্যাকাররা। চিন এই সব হ্যাকারদের পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে থাকে। ইমেলের নিরাপত্তা বারাকুডা সফটওয়ারের পথকে ছিদ্র করে সেখান দিয়ে প্রবেশ করে ইন্টারনেটের সব তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে চিনা হ্যাকাররা। বারাকুডার তরফ থেকে বলা হয়েছে যে তাদের অ্যাপাকে হ্যাক করে বহু গোপন বিষয় চুরি করা হয়েছে। চিন এই সব কাজ করতে শুরু করেছে। আগে রাশিয়া করতো এই সব কাজ। এখন চিন তা করতে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়ার হ্যাকাররা আবার ইউক্রেনে চালু থাকা অ্যাপগুলির ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অ্যাপগুলি থেকে গোপান খবর সংগ্রহ করতে শুরু করেছে রাশিয়া।

আইএসআইয়ের দূরভিসন্ধি

রাশিয়া চাইছে চিন ভারত বিরোধ কম হোক। তার জন্য রাশিয়া উদ্যোগ নিয়ে চিন ভারত সীমান্তে সেনা কমানোর ব্যাপারে রাজি করিয়েছি। এবং বারত ও চিন সীমান্ত এলাকায় সেনা কমিয়েছে। তবে অরুণাচলের ব্যাপারে চিন চুপ করে রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ওপরে চিনের দাবি কিন্তু কমেনি। চিন এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। পাকিস্তান ভারতকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত যাতে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সেনা অভিযান না করতে পারে তার জন্য লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এদিনে চিন আর ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ বজায় রাখতে চায়না। আপোষ করতে শুরু করে দিয়েছে। তবে আর্থিক করিডর নিয়ে চিন কোনও কথা বলছে না। ভারত চিনের আর্থিক কড়িডর নিয়ে আপত্তি করেছিল। চিন সেই আপপ্তিকে অগ্রাহ্য করেছে। এই ঘটনার পেছনে যাদের কৌশল ছিল তারা সম্ভব পাকিস্তানের আইএসআই। আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারা এখনও পর্যন্ত ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে । ভারতের আর্থিক এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে তার দিকে বরাবরই নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। বহুবার পাকিস্তানের আইএসআই মুম্বই শেয়ার বাজারের ওপরে হামলা করেছে। শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দাউদ ইব্রাহিমকে মদত দিয়েছে। কিন্তু এত কিছু করেও ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যায়নি। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এস সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছেন। তবুও জো বাইডেন কিন্তু ভারতের ওপরে আস্থা রাখতে পারেনি। চিনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দোলনায় ঝুলতেও লাদাখ সীমান্তে চিন সেনারা অগ্রসর হয়েছে। ভারতের বন্ধু বলতে এখন ইসরায়েল এবং জাপান। আর কোনও বন্ধু নেই। জাপান তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছে ভারত আক্রান্ত হলে চুপ করে তারা বলে থাকবে না। ইসরায়েল ভারতের পাশে রয়েছে বলে পরিস্কার করে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়া শুধু ফাঁকতালে তাদের অস্ত্র ভারতকে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যত যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখা যাবে ততই রাশিয়ার লাভ। রাশিয়া অস্ত্র বেচতে চায়। অস্ত্র বেচা ছাড়া রাশিয়ার কোনও শিল্প নেই। অস্ত্র এখন রাশিয়ার শিল্প। সেই অস্ত্র শিল্পকে বেচার জন্য খরিদ্দার দরকার। ভারত হচ্চে রাশিয়ার একজন বড় খরিদ্দার। চিনকে সামাল রাশিয়া দিতে পারবে। রাশিয়া চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে কর্তৃত্ব না ফলালেও সেই পার্টির ওপরে তাদের প্রভাব খানিকটা রয়েছে। রাশিয়ার ওপরে চিন রুষ্ট নয়। বা উত্তর কোরিয়ার ওপরে রুষ্ট নয় চিন। চিন কেবল বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপরে কুপিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

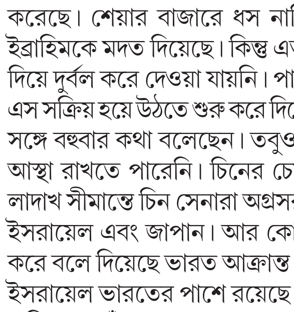

ঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। মায়ের শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তি না দিলে তবেই শক্তি লাভ সম্ভব।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অন্য শিক্ষা গ্রহণ কর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সময়ে ঐতিহাসিক মামলা হিসাবে পরিচিত আলিপুর বোম মামলা

রবীন্দ্রকুমার শীল

শিশির কুমার ঘোষ ঃ পিতার নাম ঃ তারিণী কুমার ঘোষ। জন্মস্থান ঃ যশোরের সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর। ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আবার হেমেন্দ্র নাথ ঘোষ তাঁর কাকা। সুধীর কুমার সরকার তাঁর স্কুলের বন্ধু। খুলনা জেলা স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। ১৯০২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। আর সুধীর ভর্তি হয়েছিলেন ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে। দুইজনেই দ্বিতীয় শ্রেনির ছাত্র ছিলেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁরা স্কুলের মাইনে দিতে না পারার ফলে তাঁদের নাম স্কুল থেকে কাটা পড়ে গিয়েছিল। ১৯০৭ সালে জানুয়ারি মাসে স্কুল ত্যাগ করে তাঁরা শিশির কুমার যুগান্তর বিপ্লবী দলের কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন এবং মানিকতলা গুপ্ত সমিতির কাজ করতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে ময়মনসিং জেলার জামালপুর হাঙ্গামার সময়ে ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুধীর কুমার সরকার, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও শিশির কুমার ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষে এবং এপ্রিল মাসের শুরুতেই মুম্বই চলে যান গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য। তিনি এবং তাঁর কাকা হেমেন্দ্র সেখানে গিয়ে ওয়েভিং শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। শিশির পরে আমেদাবাদ যান। এবং সেখান থেকে ঘুরে এসে হেমেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তখন কলকাতায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছিল। ফলে কোনও হোস্টেল বা মেস পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁরা মানিকতলা গার্ডেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২মে, ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শিশির ঘোষ অভিযুক্ত হয়ে দশ বছরের দ্বীপান্তর কারাদণ্ড পান। তবে হাইকোর্টে আবেদন করে কারাদণ্ড পাঁচ বছরের মুকুব করা সম্ভব হয়েছিল।

ইন্দ্রনাথ নন্দী ঃ পিতার নাম ঃ কর্ণেল এস. সি নন্দী (আইএমএস)। বাসস্থান ঃ ৩৭ নম্বর কলেজ স্ট্রিট। জন্ম ঃ ১৮৮৬ সালে। মুষ্টিযোদ্ধা বলাই চ্যাটার্জির ছেলে বিপ্লবী রাখালদাস চ্যাটার্জি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েন। ইন্দ্রনাথ নন্দী আত্মোন্নতি সমিতির প্রধান ছিলেন। পাশাপাশি তিনি মানিকতলা বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। ১৯০৭ সালে ময়মনসিং অঞ্চলে জামালপুর দাঙ্গায় সুধীর সরকার, শিশির ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দে এবং হরিশ সিকদারের সঙ্গেও তিনিও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। জামালপুরে যাওয়ার জন্য তাঁকে দুইশত টাকা দিয়েছিলেন অরবিন্দ। ৩১ জুলাই ১৯০৭ সালে ফৌজদারি মামলায় ১০৭ ধারায় তাঁকে এক বছরের জন্য সাজা ভোগ করতে হয়। স্বদেশি দোকান 'ছাত্র ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মানিকতলা গুপ্ত সমিতির কোষাগারকে তিনি আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অস্ত্র বেচারও চেষ্টা করতেন। ইন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সূত্র ধরে অস্ত্র সংগ্রহ করে ছাত্র ভাণ্ডারে জমা করতেন। তিনি অস্ত্র রাখার অধিকারী ছিলেন। কারণ তাঁর পিতা নিজের কাছে অস্ত্র রাখার অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন বলেই সেটা

সম্ভব হতো। তিনি বোমা তৈরিতে সক্ষম ছিলেন। বারীন ঘোষের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের একটি গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। মানিকতলা গার্ডেনে গ্রেফতারের সময় ইন্দ্রনাথ দুই বাক্স অস্ত্র সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটি বাক্স ৪, রাজা লেনে তারানাথ রায়চৌধুরীর কাছে চলে যায় এবং আর একটি বাক্স শিবপুরের ননীগোপাল গুপ্তের বাড়িতে পৌঁছায়। ৫ মে, ১৯০৮ সালে ৩৭ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে বোমাকে ঠিকভাবে রাখতে গিয়ে বিস্ফোরণে তাঁর বা হাতটা উড়ে যায়। তিনটি বোমা তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটি বোমা জামালপুর ব্যাপারে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বীরেন সেন (সুশীল সেনের ভাই)। ২৩ জুন, ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেও পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

পরেশচন্দ্র মৌলিক ঃ পিতার নাম যাদবচন্দ্র মৌলিক। ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাসস্থান ছিল রায়ানগর, মাগুরা, যশোর। পাশাপাশি আরও একটি অঞ্চলে তাঁদের বাড়ি ছিল। রংপুরের চিলমারিতে। ১৯০৫ সালে রংপুরের জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময়ে তিনি এবং অন্যান্য ছাত্ররা 'বন্দে মাতরম' স্লোগান দিত এবং বিপ্লবীদের সভায় যোগ করতো। এর জন্য এদের পাঁচ টাকা করে জরিমানা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ছাত্ররা টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাদেরকে স্কুল থেকে বহিঃস্কার করা হয়। পরে তারা রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় চলে এসে মানিকতলা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান করেন। তারপরে নিজের গ্রামে ফিরে যান। পরে বৃদ্ধ অভিভাবকেরা তাঁকে চিঠি লিখে দারিদ্রের কথা জানান। ১৯০৬ সালে নরেন গোঁসাই, প্রফুল্ল চাকী এবং তিনি তিনজনে মিলে রংপুরের কাছে মহিমপুরে এক বিধবার বাড়িতে ডাকাতি করেন। ১৯০৮ সালে হেমচন্দ্র দাস যে পত্রবোমাটি তৈরি করেছিলেন সেটাকে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরেশচন্দ্র মৌলিক। ২ মে, ১৯০৮ সালে মানিকতলা গার্ডেন থেকে সকলের সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। ৬ মে, ১৯০৮ সালে তাঁর সেসন কোর্টে দ্বীপান্তর সাজা হয়। হাইকোর্টে আবেদন করলে তাঁর সাত বছর সাজা কমে যায়। ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে তিনি মুক্তি পেয়েই দিল্লি সর্ম্বধনা দরবারে যোগ দিয়েছিলেন।

নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক ঃ পিতা হরিশচন্দ্র রায় মৌলিক। জন্ম ১৮৭৫ সালে। বাসস্থান ঃ ঢাকার ধামরাই। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত চাঁদপুরে মিস্টার ডেভিড অ্যাণ্ড কোম্পানিতে কেরানির কাজ করেছেন। পরে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত মেসার্স জারডিন অ্যাণ্ড সিন্নার্স চটকলের ট্রাভেলার ইসপেক্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীর পরিচয় ঘটে। এবং তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলে নাম লেখান। তিনি ছাত্র ভাণ্ডারের নেতাও ছিলেন। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি ময়মনসিং এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৬ সালে রাজা সুবোধ মল্লিককে বাড়িতে আয়োজিত একটি বিপ্লবীদের সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে সভার সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। মানিকলতা ষড়যন্ত্রের তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সমস্ত সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯০৭ সালে অর্ধেক সময়ের কালে বারীন ঘোষের সঙ্গে যুগান্তর পত্রিকার ব্যবস্থাপক বিষয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হলে পরে অবিনাশ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে যুগান্তরের দায়িত্ব চলে আসে নিখিলেশ্বের কাছে। তখন তিনি সুমতি ছাপাখানার মালিক হয়ে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রেসটিকে ৬৮, মানিকতলা স্ট্রিটে স্থানান্তরিত করেন। ২ জুন ১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্যরা মিলিত হয়ে বরাহ ডাকাতি সংগঠিত করে। সেই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন নিখিলেশ্বরও। এই লুঠের একটি অংশ পুলিন বিহারী দাসকে দেওয়া হয়েছিল। বাকি বিরাট অংশটি ছাত্র ভাণ্ডারকে দেওয়া হয়। ২৩, জুন ১৯০৮ সালে তাঁকে ৬৮, মানিকতলা স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার করা হলে পরে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভোলানন্দ গিরির শিষ্য হন এবং পরে সন্যাস গ্রহণ করে তিনি ভবানন্দ গিরি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

চারুচন্দ্র রায় ঃ পিতার নাম দয়াল চন্দ্র রায়। ফরাসি চন্দননগরের বাগবাজারের বাসিন্দা। ২৫ আগস্ট ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেখতে একবারে সুন্দর এবং স্মার্ট ছিলেন। ফরাসি স্টাইলে ঘোরাফেরা করতে ভালোবাসতেন। চন্দননগর গড়বাটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। হুগলী কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষা দেন। বিএ এবং এমএ পরীক্ষা দিয়েছিলেন লখনউ থেকে। ১৮৯৩ সালে চারুচন্দ্র সেন্ট মেরি'স ইন্সটিটিউশনে (পরবর্তী নাম ডুপ্লেক্স কলেজ) ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। চারুচন্দ্র চন্দননগর বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর সম্পর্কে সন্ধান পেল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নেতাজি

বিশেষ প্রতিবেদক

এখন সবাইকে নেতাজির নাম স্মরণ করতে হবে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কি তাহলে রাজনৈতিক দলের প্রধান পুরুষ হয়ে দেখা দিলেন যাকে কেন্দ্র করে আমজনতার পাশে দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন সবাই। জন প্রতিনিধিরা এমন একজনকে বেছে নেয় যার প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। ভোচের ফল পাওয়া যেতে পারে। নেতাজিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু কথা যাচ্ছে নেতাজির আদর্শে দেশকে গড়তে গেলে দরকার তাঁর বইগুলোর সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা। সবার কাছে নেতাজির বইগুলো যাতে পৌঁছে যেতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করা। তার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। কেন্দ্র রাজ্য উভয় সরকারের প্রয়োজন ছিল তাঁর লেখাগুলিকে সংগ্রহ করে সুলভ সংস্করণ তৈরি করে দেশের নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তার কোনও আয়োজন করা হয়নি। নেতাজির আদর্শকে দেশবাসীকে প্রস্তুত করতে গেলে তাঁর বইগুলি অবশ্যই পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শৈশব জীবন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজিকে কেন্দ্র করে। কবিগুরুর সঙ্গীত, নৃত্য এবং কবিতা দিয়ে শুরু হয় আমাদের শৈশবের ছাত্র জীবন। ফলে আমরা অতি সহজেই কবিগুরুর নামকে স্মরণ করতে পারি। তার ওপরে রয়েছে পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতনে যাওয়া। বড়দের হাত ধরে ছোটরা পৌষ মেলায় অংশ গ্রহণ চলে । রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন বাবা মায়ের হাত ধরে কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে যাওয়া। তারপরে রয়েছে মহাজাতি সদনের উপস্থিত। সেটা নির্মাণ করেছিলেন নেতাজি সুভাষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফলে মহাজাতি সদন সবার কাছে প্রিয়। বিশেষ করে বাংলার মানুষের কাছে। সুভাষ চন্দ্র বোসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। খুব ছোটবেলা থেকেই নেতাজির সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি। এখন দরকার আরও বেশি করে নেতাজি এবং কবিগুরুকে জানার। কবিগুরুর বই পাওয়া যায় বিশ্ব ভারতী প্রকাশনা থেকে। কিন্তু নেতাজির বই পাওয়া যায়। তবে তাঁর বইয়ের সঙ্গে সবাই পরিচিত নয়। নেতাজির 'তরুণের স্বপ্ন' কতজন পড়েছেন তা হাতে গুণে বলে দেওয়া যেতে পারে। যদি এই বইয়ের সুলভ সংস্করণ করে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তাহলে নেতাজির চিন্তাধারার খানিকটা প্রভাব দেশবাসীদের ওপর পড়তে পারে। সেটা হচ্ছে না। নেতাজির সম্পর্কে বাছাবাছা বক্তব্য রেখে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করা উচিত । নেতাজির নাম হচ্ছেন ভারত গৌরব। কথা হচ্ছে তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে কারোর কাছে কোনও সংবাদ নেই। তিনি কীভাবে মারা গেলেন তা আজও রহস্যাবৃত থেকে গিয়েছে। নেতাজির অন্তর্ধান সম্পর্কে বহু কমিশন হয়েছে। কোনও কমিশন কিন্তু তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে একটি খবরও প্রকাশ করতে পারেনি। কমিশন বলেছে যে নেতাজির শেষ জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য হাতে এসে উপস্থিত হলেও তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে কেনও সঠিক তথ্য না পাওয়ার ফলে বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না নেতাজির শেষ জীবন কী হয়েছিল। তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। এমনকী সুগত বসুও বলেছেন, নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তিনি কীভাবে এই সত্যে উপস্থিত হলে সে সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। তিনি একটি আন্দাজ করে নিয়ে এটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজির জন্মদিনটিকে পরাক্রম দিবস বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর রাজ্য সরকার বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজির জন্মদিনটিকে দেশপ্রেম দিবস বলে ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষাবিদ রজতকান্ত রায় বলেছেন, নেতাজির স্থান বাঙালির হৃদয়ে অনেক গভীরে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজিকে ব্যবহার করে বিজেপি ভোটে জিততে মরিয়া। পরাক্রম দিবস বলার মধ্যে নেতাজির ব্যক্তিত্বের প্রতি সুবিচার করা হয়নি বলে ইতিহাসবিদ সুগত বসুও মনে করেন। তিনি বলেছেন, নেতাজিকে সম্মান করা মানেই তিনি যে ভারতবর্ষে বিশ্বাস করতেন, তাকে ভালোবাসো। তিনি মনে করেন, নেতাজি কোনও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী বা নিছকই পেশি বহুল জাতীয়তাবাদের ধারক ছিলেন। নেতাজির সাধারণ মানুষের জনপ্রিয়তাকে হাতিয়ার করেই রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে জনতার কাছে পৌঁছানোর একটি মাত্র পথ। নেতাজিকে নিয়ে একটি আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং সেখানে অংশ গ্রহণ করে রাজনৈতিক প্রভাব পাওয়ার আশাকে স্থায়িত্ব করাই লক্ষ্য। নেতাজিকে নিয়ে এবারে বাম দল কোনও অনুষ্ঠান না করলেও তারা কিন্তু এখন আর নেতাজি বিমুখ নয়। নেতাজির সম্পর্কে কমিউনিস্টদের যে ভুল হয়েছিল সেটা স্বীকার করে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় কমিউনিস্টরা নেতাজির সম্পর্কে ভুল ধারনা পোষন করেছিল বলেই আজকে তারা জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্ট নেতারা যদি নেতাজিকে করেনি।

বাংলার বায়োস্কোপ দক্ষ অভিনেত্রী কাবেরী বসুর নাম সবাই ভুলে গেলেও তাঁর অভিনয়কে মনে রেখেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

নদীর নামে নাম, কাবেরী। সে শুধু মিলনের অনুরোধে। কারণ, তাঁর আগের বোনেদের-যমুনা, জাহ্নবী, সরস্বতী-- সবারই ছিল নদীর নামে নাম। তবে, আগের বোনেদের মতো তাঁর গায়ের রঙ একেবারেই ফর্সা ছিল না। জন্মের পরই শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দেখে বাবা আঁতকে উঠেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২৮ নভেম্বর কালচেপানা চতুর্থ কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বাবা যাদবেন্দ্র নাকি বলেন, এডা কে আইসে ভুতের মতো? সেই থেকে মেয়ের ডাকনাম হয়ে গেল 'ভুতু'। সময়ের প্রবণতায় তিনি শুধু মেয়ের গায়ের রঙই দেখেছিলেন, নাম রেখেছিলেন, ভুতু। সে-হয়েছিল কাবেরীর ডাকনাম।

কালো মেয়ে কৃষ্ণকলি। নাচতে ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথ তাই কাবেরীর আপন হয়েছিলেন নাচের মধ্য দিয়ে। সেই নাচের সূত্রেই তাঁর সুযোগ ঘটে সিনেমায় আসার।

তখন কাবেরীর বয়স সবে পনের। মঞ্চে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তাঁর অনবদ্য নাচ দেখলেন চিত্র পরিচালক সুবোধ মিত্র। মুগ্ধ হলেন। সুবোধ তখন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' গল্প নিয়ে ছবি করার তোড়জোড় করছিলেন। নায়িকা চরিত্রের জন্য খুঁজছিলেন কমবয়সী, ব্যক্তিত্বময়ী, নাচতে জানা একটি নতুন মেয়ে। কাবেরীর মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন। বাবা কেবল মেয়ের গায়ের রঙ দেখেছিলেন, সুবোধ দেখলেন তাঁর চোখ। দেখলেন ডাগর চোখের দুর্বার টান, পড়লেন ব্যক্তিত্বের আখর।

সুবোধ মিত্র আর দেরি করলেন না। হানা দিলেন কাবেরীদের বাড়িতে। কাবেরীর দাদা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু প্রযোজনাসূত্রে সিনেমা-জগতের সঙ্গে জড়িত এবং সাহিত্যসূত্রে সাহিত্য-জগতের সঙ্গে জড়িত। তাঁর লেখা অনেকগুলো গল্পের বই-ই ইতিমধ্যে প্রকাশিত।

যাই হোক, গৌরাঙ্গ প্রাসাদের কাছে হত্যে দিলেও সুবোধ মিত্রের প্রস্তাবে বাবা বেঁকে বসলেন। তিনি রক্ষণশীল মানুষ। সিনেমা তখনও সাবেক মানুষের কাছে বায়োস্কোপ। ছেলে বায়োস্কোপের সঙ্গে জড়িত বটে, বাড়িতে হামেশাই বায়োস্কোপের লোকজন আসেন বটে, কিন্তু বায়োস্কোপের জগৎটা সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটেই উঁচু

নয়। তাই মেয়ে বায়োস্কোপে নামবে, এ তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারবেন না! বাড়ির মেয়েদের এতদিন 'হল'-এ গিয়ে বায়োস্কোপ দেখতেই দেননি, তায় আবার অভিনয়! অসম্ভব!

ওদিকে সুবোধও নাছোড়বান্দা। কাবেরীর মধ্যে তিনি যে তাঁর কল্পনার নায়িকাকে দেখে ফেলেছেন। কাবেরীকে তাঁর চাই-ই-চাই। নইলে, ছবিই হবে না! শেষমেশ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবাকে নিমরাজি করাতে পারলেন গৌরাঙ্গ। এবার কাবেরী। তিনি স্বভাব সপ্রতিভ। এক পায়ে রাজি। অভিনয় আর এমন কী, নাচে কি অভিনয় করতে হয় না? তিন বছর আগেই বাংলা ছবিতে তিনকন্যা-র আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। রেঙ্গুন ছেড়ে আসা সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, আদতে তাঁরা ফরিদপুরের লোক। বরিশালের অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। আর পাবনার রমা দাশগুপ্ত ওরফে সুচিত্রা সেন। কুমিল্লার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ও এসে গিয়েছেন। এ বার হাজির ফরিদপুরিয়া কাবেরী বসু! সেকালের সফল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মঞ্চের প্রেক্ষাপট থাকত। কাবেরীর ছিল না। মঞ্চ-নাটকে অভিনয় কোনও কালেই করেননি। সিনেমাও সেভাবে দেখেননি। কিন্তু, উত্তম কুমারের বিপরীতে প্রথম ছবিতেই তিনি যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও দাপটের সঙ্গে স্বাভাবিক অভিনয় করলেন, তাতে অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে গেলেন সকলেই। বুঝলেন, এ-মেয়ের সহজাত প্রতিভা আছে, জয় করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে।

১৯৫৫ সালের ৮ মার্চ মুক্তি পেল, 'রাইকমল'। 'পূর্ণ' ও 'দর্পনা' প্রেক্ষাগৃহে। যেমন ভাবা গিয়েছিল, তাই হল। উত্তম কুমারের পাশাপাশি তাঁর অসামান্য অভিনয় দেখে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। শুরু হল নায়িকা কাবেরীর জয়যাত্রা। সেই জয়যাত্রার মাঝে সংসার, দুর্ঘটনা, দীর্ঘ অসুস্থতা প্রভৃতির কারণে অভিনয় জীবনে পড়ল দীর্ঘ দীর্ঘ ছেদ। তারই মধ্যে একে একে অভিনয় করলেন, 'দৃষ্টি', 'অসমাপ্ত', পরাধীন', 'শ্যামলী', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'মধুমালতী', 'আমি সে ও সখা', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'নগর দর্পণে'।

অসাধারণ সুন্দরী, অসম্ভব ফর্সা না-হয়েও শুধুমাত্র অভিনয় প্রতিভার জোরে নায়িকা হওয়া যায়, স্মরণীয় হওয়া যায় এবং সামান্য কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেও নিজের একটি জায়গা করে নেওয়া যায়--এটা কাবেরী বসু প্রমাণ করে গেছেন।

দুর্ঘটনায় অবসান হয়ে যায়। এই চোদ্দো বছরের মধ্যে অরণ্যের দিনরাত্রিতে আবার ফিরে আসেন দর্শকের কাছে। আবার প্রস্থান এবং ১৯৭০ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় যা তাঁর জীবনে নিয়ে আসে এক অতলস্পর্শী অন্ধকার। দার্জিলিং যাওয়ার পথে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয় যে গাড়িতে তিনি ছাড়াও ছিলেন স্বামী ও ছোট মেয়ে টিনা ও এক সদ্য পরিচিত যুবক। গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে বুঝে স্বামী অজিত কন্যাকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলেও পাথরে লেগে তাঁর মাথার খুলি চুরমার হয়ে যায়। কাবেরী ও যুবক সহ গাড়ি পড়ে খাদে। মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে যে পরের দিন মারা যায় ঘটনার আকস্মিকতার 'শকে'। কাবেরীর গাড়ি উদ্ধার হয়। একের পরে এক অস্ত্রোপচারের পরে পরে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে থাকেন কাবেরী। কেটে যায় কিছুটা সময়। চিকিৎসার খরচ ও এক পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সংসার আর্থিক স্বচ্ছলতা কমে আসে। ফলশ্রুতি, অশক্ত শরীরে চলচ্চিত্র জগতে ফেরেন কাবেরী। শরীর টানত না। শুটিং করতে সংজ্ঞা হারিয়েছেন। তবুও হাল ছাড়েন নি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে। তিনি ভালোভাবে কী করে অভিনয় করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ফোল্ডিং ব্রিজের একটি শহর কলকাতায়

ভারতের মাত্র তিনটি ফোল্ডিং ব্রিজের একটি শহর কলকাতায়। খিদিরপুর ব্যাসকিউল ব্রিজ। বড়ো মাপের জাহাজ চলাচলের জন্য এই ব্রিজ দুভাগ হয়ে উঠে আসে পাড়ের দিকে। জাহাজ চলে গেলে আবার জায়গায় ফিরে যায় আগের মতো। কলকাতার খিদিরপুর ছাড়া মুম্বাই পোর্ট ও তামিলনাড়ুতে এমন দু'টি ব্রিজ রয়েছে। আমরা জানি ১৮৮৬ থেকে '৯৪ এর মাঝামাঝি লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজ পৃথিবীর প্রথম ব্যাসকিউল ও সাসপেনশন ব্রিজের সংমিশ্রন হিসাবে বিখ্যাত। সাল ১৯৬৬, নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ উদ্বোধন হয় এই ব্রিজের। যানবাহন চলাচল শুরু হয়। ওয়াগেন বিরো ব্রিজ সিস্টেম নামক অস্ট্রিয়ান এক কোম্পানির হাতে তৈরি হয় এই ব্রিজ।

ধরুন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন নিজের গাড়িতে। হঠাৎ আপনাকে আটকানো হলো এক ব্রিজের গোড়ায়। আপনি দেখছেন আপনার চোখের সামনে ব্রিজটি উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা কাটছে এক বিরাট মাপের জাহাজ। রোজের রুটিনে বেশ অবাক করা এক ঘটনা তাই না? সচরাচর এমন ঘটনা দেখলে অস্বস্তি হতে বাধ্য। টানটান পিচ রাস্তা আকাশের দিকে উঠে যেতে আমরা কেউই দেখিনি কখনও। দেখিনি রাস্তা কেটে জাহাজ চলে যেতেও।

খিদিরপুর ব্রিজ (কলকাতা, ভারত) এক ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সিস্টেমে ওঠানামা করে এই ব্রিজ। ব্রিজের মাঝ বরাবর একটি জায়গা থেকে দু-দিকে দু'টি অংশ আলাদাভাবে উঠতে থাকে উপর দিকে। একে বলে ডাবল-লিফ ব্যাসকিউল ব্রিজ। ব্রিজের দু-প্রান্তের দু'টি মোটরের দ্বারা দু'টি গিয়ার নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন গিয়ারগুলি সামনের দিকে চলে, ব্রিজ খুলে যায় এবং তৈরি হয়ে যায় জাহাজ যাওয়ার রাস্তা। তারপর আবার বিপরীত দিকে গিয়ার চালিত হলে ব্রিজের দু'টি অংশ নেমে আসে যথাস্থানে। এখানে কোনও পুলি বা তারের ব্যবস্থা নেই। ব্রিজের দু'টি প্রান্ত আলাদাভাবে মাটির সঙ্গে ৬৬ ডিগ্রি কোণে খুলে থাকে। এই অ্যাঙ্গেলে পৌঁছতে অবশ্য সাত থেকে আট মিনিট সময় লাগে ব্রিজের। আবার পূর্বের জায়গায় ফেরাতেও লাগে প্রায় এই পরিমাণ সময়। বুধবার ও শনিবার ছাড়া সপ্তাহে পাঁচদিন এই ব্রিজ দুপুর ২টো থেকে ৩টের মধ্যে খোলা হয় জাহাজ যাতায়াতের জন্য।

১৯৬৬-তে চালু হওয়া এই ব্রিজ ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় কোনও মেন্টেনেন্স ছাড়াই চলেছে নির্বিঘ্নে। তবে ২০১৮ সালের আগস্ট মাস নাগাদ দেখা দেয় বিপত্তি। ভরদুপুরে গাড়ির লাইন লেগে যায়। জ্যাম হয়ে যায় দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে। জলযানের যাতায়াতে খোলা ব্রিজ কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। বহুক্ষণ ধরে চেষ্টার পরেও অপারগ হয়ে ডাকা হয় ইঞ্জিনিয়ারদের। তাঁরা কারণ বার করেন এবং মেরামত করেন ব্রিজ সেই মুহূর্তের জন্য। সমস্যা মিটে যায়। এরপর নভেম্বর মাস নাগাদ ব্রিজ দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখে কিছুদিনের জন্য মেরামত করা হয়। কাজ শেষ হলে দিন চার পাঁচেকের মধ্যে শুরু হয় যান চলাচল। কলকাতার বুকে হাতেগোনা কয়েকটি আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এই ব্রিজ। অথচ আমরা অনেকেই জানি না এর কথা, অনেকে ভুলেও গিয়েছি হয়তো বা। খিদিরপুরের এই ব্রিজকে কলকাতার এক ঐতিহ্য বললে বোধহয় বেশি বলে ফেলা হবে না এখনও। কলকাতার ইতিহাস বিশাল তা অল্প কথায় কোনও দিন ফুরিয়ে যাবে না আর তা যেতেও পারে না।

ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ৬ দুস্কৃতি গ্রেপ্তার কাটোয়ায়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ ডিসেম্বর ঃ গৃহস্থের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার বাড়ি থেকে সোনার গহনা ও বাসন পত্র চুরি করার ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করলো কাটোয়া থানার পুলিশ। কাটোয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, রবিবার কাটোয়া থানার রেল কলোনির এক বাসিন্দা কাটোয়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখ তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন না সেই সময় তার

অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুস্কৃতীরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আলমারির লক ভেঙে সোনার গহনা ও বেশ কিছু বাসনপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কাটোয়া থানার পুলিশ অতি তৎপরতার সহিত তদন্তে নামে এবং বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও অন্যান্য ইনপুট কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুততার সাথে মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে এবং কাটোয়া থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া থেকে খোয়া যাওয়া বাসনপত্র সহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অভিযুক্তরা এই অপরাধ ছাড়াও কাটোয়া থানার অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া আরো বেশ কয়েকটি অপরাধের কথা স্বীকার করে। তাদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাটোয়া থানার অন্তর্গত দাইহাট, কাঁসারীপাড়া ও চরপাতাই হাট থেকে আরো তিনজন অভিযুক্তকে অন্যান্য অপরাধের ঘটনায় খোয়া যাওয়া কম্পিউটারের সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টার ও কাঁসা পিতলের বাসনপত্র সহ গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে নেমে কাটোয়া থানা এখনো পর্যন্ত তিনজন মূল অপরাধী এবং চুরির মালামাল রাখার অপরাধে আরো তিনজন অপরাধী অর্থাৎ মোট ৬ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। কাটোয়া থানার পুলিশের এই তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

মালদা মেডিকেলে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের দেওয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক পরিসেবা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ মালদা মেডিকেল কলেজে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক পরিসেবা। উন্নতমানের মেশিনের মাধ্যমে রেডিও থেরাপি করা হচ্ছে মালদা মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিট বিভাগের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রে। এমনটাই জানিয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখার্জি। তিনি বলেন, ৬ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মেডিকেল কলেজের এই ব্যবস্থায় অনেকটাই সাড়া মিলেছে। মালদা মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ক্যান্সার রোগীদের যারা মালদা মেডিকেল কলেজে পরিষেবা নিচ্ছেন। সেই সব রোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন নানান অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে বোর্ড বসে। বায়োপসি থেকে সিটি স্ক্যান সবই বিনামূল্যে রয়েছে রোগীদের জন্য। মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখার্জি জানিয়েছেন, প্রতিদিন গড়ে সাত থেকে আট জন রোগী এখানে আসেন ক্যান্সার চিকিৎসার পরিষেবা পেতে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি না হয়েও এই চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই মালদা মেডিকেল কলেজে লিন্যাক এক্সিলেটার মেশিনের মাধ্যমে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয়। এমনকি কেমোথেরাপির মাধ্যমে বিনামূল্যে ও রোগীদের ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ব্রিটিশ আমলের পাইপে লিকেজ, পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃ সালকিয়ার বাঁধাঘাটের কাছে হাওড়া পুরসভার জলের একটি বড়ো পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি দেখা দিল। এর জেরে সোমবার সকাল থেকে দুর্ভোগের মুখে পড়েন ওই এলাকার বাসিন্দারা। দেখা যায়, রাস্তার মাঝখানে ওই পাইপ লাইন ফেটে জল বেরোচ্ছে। বিশালাকৃতির গর্ত হয়ে রাস্তারও ক্ষতি হয়েছে। এদিন এর জেরে ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচলও ব্যাহত হয়। খবর পেয়েই পুরসভার তরফ থেকে পাইপ লাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়।

পুরসভা সূত্রে দাবি করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই ঠিক হবে গোটা পরিস্থিতি। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, পাইপটি ব্রিটিশ আমলের তৈরি। ওই পাইপ লাইনে সোমবার হঠাৎই বড় লিক ধরা পড়ে। সেই কারণে উত্তর হাওড়ার কোনও কোনও অংশে জলের কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সোমবারের মধ্যেই এই লিক সারিয়ে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সকালের মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। জল বন্ধের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। জল সরবরাহ চালু রেখেই কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি কাজে খুব সমস্যা হয় তাহলেই জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। সেক্ষেত্রে সন্ধ্যেবেলায় উত্তর হাওড়ার কিছু অংশে জল সরবরাহের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডুয়ার্স জুড়ে সক্রিয় দালাল চক্র

নকল মৃত্যু সার্টিফিকেট সহ একাধিক কায়দায় উধাও হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২ ডিসেম্বর ঃ নকল মৃত্যু সার্টিফিকেট, সহ একাধিক কায়দায় গায়েব হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, ডুয়ার্স জুড়ে সক্রিয় দালাল চক্র, সন্দেহের তালিকায় অধিকাংশ বাগানের পি এফ ক্লার্ক। সোমবার ডুয়ার্সের প্রায় ৩৪ টি চা বাগানের প্রতিনিধিত্ব করতে জলপাইগুড়িতে অবস্থিত রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে চলা পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির এক বৈঠকে এমনটাই অভিযোগ উঠে আসে। বৈঠকে উপস্থিত রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার পবন কুমার বনসল গুরুত্ব সহকারে অভিযোগ গুলো সম্পর্কে অবহিত হবার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে এনে আমরা এই ধরনের সমস্যা গুলো। থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দিতে চাইছি, যে কারনে ইতিমধ্যে একটি বিশেষ পোর্টাল ও কাজ শুরু করেছে, কারন এমন অভিযোগ গুলোর তদন্ত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি চা বাগানের শ্রমিকেরা বেশিরভাগ নিরক্ষর, সেই সুযোগ নিয়েই বেআইনি কাজ গুলো করা হচ্ছে, এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যদি আমাদের দফতরের কোনো কর্মী জড়িত থাকে এবং আমরা অভিযোগ পাই, তাহলে অবশ্যই ব্যাবস্থা নেব। তবে নকল ডেথ সার্টিফিকেট পরীক্ষার কোনো বিশেষ ব্যাবস্থা আমাদের হাতে নেই, এই ব্যাপারে যারা ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সেই দফতর তাদের দায় এড়াতে পারে না, আমরা শুধু কিউয়ার কোড স্ক্যান করে দেখে নি, সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে এটি প্রদান করা হয়েছে কিনা। কিন্তু চা বাগান এলাকার যাদের কথা বলছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব তাদের ব্যাপারে বাগান শ্রমিকদের কেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে আইনি সাহায্য নিতে হবে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ চা বাগান মজদুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষন ক্ষেরিয়া ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আমাদের সমাজে আজও নিরক্ষর মানুষ রয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চা বাগানের পিএফ বাবু সহ অন্যান্য দের নিয়ে একটি বড় ধরনের চক্র সক্রিয়, আমরা ইতোমধ্যে বেস কয়জনকে চিহ্নিত করেছি, খুব শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে আমাদের সংগঠন, কারন নকল মৃত্যু সার্টিফিকেট সহ পিএফ টাকা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র আপডেট চা বাগানের পি এফ ক্লার্কের করার কথা। অপর এক সদস্য বিজয় জানান, আমাদের মা- বাবাদের প্রজন্মের অনেকেই লেখাপড়া জানে না, তাদের পক্ষে অনলাইনে কে ওয়াই সি আপডেট করা সম্ভব নয়, সেই কাজ আমরা সামাজিকতার স্বার্থে করতে গেলেও চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়।

আরামবাগের তিরোল এলাকায় অজানা জন্তুর হানা, বনদফতর তরফে পাতা হয়েছে খাঁচা, চলছে মাইকিং

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২ ডিসেম্বর ঃ গ্রামের মেঠো পথে কখনও দেখা গিয়েছে, কখনও আবার বাড়ির চাতালে। এমনকি গ্রামের মন্দিরের চাতালেও মিলছিল রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ। মাটিতে পায়ের ছাপও দগদগে। গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক। সকলের মুখেই কানাঘুষো। কেউ বলছে বাঘ বেরিয়েছে, কেউবা বলছে সিংহী। আতঙ্কিত আরামবাগের তিরোল এলাকা। অজানা জন্তুর সিসিটিভি ফুটেজ মিলেছে। বনদফতর খাঁচা পেতেছে। চলছে মাইকিং। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, কয়েকদিন ধরে গ্রামের যেখানে সেখানে, মন্দির, রাস্তায় রক্তের দাগ। কিন্তু কেউই বলতে পারছেন না, কী এমন জন্তু গ্রামে এসে ঘোরাঘুরি করছে। রক্তের দাগ দেখে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও পর্যন্ত তাকে চোখের দেখা মেলেনি। তবে মিলেছে সিসিটিভি ফুটেজ। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যদিও আরামবাগ বন দফতরের আধিকারিক ও অন্যান্য বনকর্মীরা এলাকায় মাইকিংয়ে প্রচার করেছেন। সতর্ক করেছেন। কেউ যদি কিছু দেখে থাকেন তাহলে তৎক্ষনাই বন দফতরে জানাতে। দু'দিন ধরে এলাকায় মাইক প্রচার করা হয়েছে। এমনকি অজানা এই হিংস্র জন্তুটিকে ফাঁদে ফেলতে খাঁচাও পাতা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন জন্তু ধরা পড়েনি। গ্রামের মানুষজন জানিয়েছেন, ভয়ে কেউই কোন কাজ করতে পারছেন না। বেশ কয়েকটি কুকুরও উধাও। মন্দিরের পাশ দিয়েই সে হাঁটা চলা করছে। যাতায়াত করছে। আর কিছু প্রাণী ধরছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোন মানুষ আক্রান্ত হননি। বন দফতর থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আতঙ্ক কাটেনি এলাকায়।

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে এবার ভাইয়ের বড় গ্রেপ্তার দাদা, ধীরে ধীরে খুলছে রহস্যের জট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে ভাইয়ের পর এবার গ্রেপ্তার দাদা। পুলিশি তদন্তে উঠে আসছে একাধিক তথ্য। কিভাবে চলত দুর্নীতি। কারা জড়িত এর পেছনে। ঠিক কি উপায়ে চলতো এই দুর্নীতি। মূলত মালদা জেলার তিনটি স্কুলে এই ট্যাব দুর্নীতির ঘটনা সামনে এসেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুল। এখানে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়। যা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায় অভিভাবকদের মধ্যে। প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনেকেই। প্রশাসনের নির্দেশে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তারপরেই ধীরে ধীরে খুলতে থাকে জট। কিছু দিন আগে ইসলামপুর থানার একটি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মোবারক হোসেন নামে এক যুবককে। যার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একাধিক সিম পেনড্রাইভ ল্যাপটপ এবং মোবাইল। যেখানে সরকারি পোর্টাল হ্যাক করে দেওয়া হতো অন্য অ্যাকাউন্ট নাম্বার। সেখান থেকেই টাকা উধাও হয়ে যেত। মোবারক কে জেরা করে উঠে আসে

আরও তথ্য। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় তার দাদা মোঃ শাহজাহান আলমকে। কনুয়ার রানীকামাত থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করলে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার জানান, এর আগে একজন গ্রেপ্তার হয়েছিল। এবার তার দাদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেরার মাধ্যমে আরো তথ্য উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হিলি সীমান্তে শুরু হয়ে গেল কড়া পাহারা

দুরন্ত বার্তা, হিলি, ২ ডিসেম্বর ঃ আজ থেকে হিলি সীমান্তে শুরু হয়ে গেল কড়া পাহারা। সীমান্ত অস্থির , যেকোনো সময় শুরু হয়ে যেতে পারে যেকোনো বড় ঝামেলা। তাই আজ থেকে সবকটি বর্ডার এলাকায় (ভারত বাংলাদেশ) শুরু হয়ে গেল কড়া পাহারা। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে আটক করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেল পর্যটকদের যাতায়াত। কোন জরুরি অবস্থা না থাকলে, কাউকেই আসতে বা যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ।

এদিকে আজ থেকে সীমান্তশীল হওয়ার খবরে দু দেশের মধ্যে কিভাবে পণ্য আদান-প্রদান হবে সেটা নিয়েও চিন্তায় ব্যবসায়ী মহল। দু চোখের মধ্যে যেভাবে উত্তেজনা কর পরিস্থিতি দিনের পর দিন আসছে তাতে আগামী ভবিষ্যতে কিভাবে পণ্য সরবরাহ করা হবে সেটা নিয়েও চিন্তিত দু দেশের বাণিজ্যিক মহল। কয়েকদিন ধরে হিলি সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় আজ থেকে আরও করা পাহারার ব্যবস্থা করেছে বিএসএফ। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিএসএফ। আজ থেকে পণ্য সরবরাহ মোটামুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা বাড়লো আলু ব্যবসায়ীদের। ততদিন না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের অন্য সরবরাহ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বরে শুরু বিক্রি দার্জিলিংয়ের কমলালেবু

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বরে শুরু বিক্রি দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। শিলিগুড়িতে চলে আসলো দার্জিলিং এর কমলালেবু। গতকাল বিকালে দার্জিলিং এর কমলা লেবু এসে পৌঁছায় শিলিগুড়িতে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি দূরত্ব একেবারেই নেই, তাই আগে বাইরে পাঠিয়ে তারপরে শিলিগুড়িতে এসেছে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। এবারের কমলালেবুর দাম আগের মতনই আছে, তবে দামের ভিত্তিতে স্বাদ আলাদা। শিলিগুড়িতে অন্যান্য বার নভেম্বরে মাঝামাঝি থেকেই চলে আসতে শুরু করে দার্জিলিং এর কমলা লেবু, যা এবার একটু হলেও দেরি হয়েছে বলে মনে করছেন কমলালেবু বিশেষজ্ঞরা। শিলিগুড়িতেও পর্যটকের সংখ্যা কম নেই, পাহাড়ে বেড়াতে গেলে কদিন শিলিগুড়ি থেকে যাব এই ভাবনা আছে পর্যটকদের। আবার যাওয়ার সময় দুই তিন দিন শিলিগুড়িতে থেকে যান তারা। কাজে জনপ্রিয়তা দিক থেকে শিলিগুড়ি অন্যান্য শহরের তুলনায় কম জনপ্রিয় নয় পর্যটকদের কাছে। গতকাল থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে গেছে দার্জিলিং এর কমলালেবুর। রামের হেরফের থাকায় একটু দেরিতে বিক্রি হবে কমলালেবু বলে মনে করছেন ক্রেতারা। জাবেদ শিলিগুড়িতে কমলালেবু ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন শিলিগুড়িতে ভালোই বিক্রি হবে দার্জিলিং এর কমলালেবু। তবে ডিসেম্বর মাসের শুরু, এরপর শীত পড়বে বাড়বে লেবুর বিক্রি, এমনটাই মনে করছেন সবাই।

আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর জেলা প্রশাসন ও মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির আলু নেমেছে বাজারে। ৩০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আলু। তবে সাধারণ আলু ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করার নির্দেশ জারি করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে প্রশাসনের উদ্যোগে মালদা শহরে মকদুমপুর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পৌর বাজার, নেতাজি পৌর বাজার এবং ঝলঝলিয়া পৌর বাজারে প্রশাসনিক স্টলে ২৫ - ২৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হবে আলু। মালদা মার্চেন্ট স চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু এবং মকদুমপুর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পৌর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজেশ ঘোষ জানান, আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে জেলা প্রশাসন ও মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে মালদা শহরের তিনটি বাজারে খোলা হবে সরকারি স্টল। এর পাশাপাশি আলু ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খুচরো বাজারে আলুর দাম ৩০ টাকার মধ্যে রাখার জন্য।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ করেছেন: **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লিউ-২০২৪-২৫-১৫, তারিখ: ২৯.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে এসইই/পিএসআই/বালেশ্বর-এর অধীনে ০১টি ২১.৬ এমভিএ -এর পিওএইচ, ১৩২/২৭ কেভি এবং ০১টি ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ১৩২/২৭ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার। **টেন্ডার মূল্য:** ₹৪০,২০,০৬১/-. **ইএমডি:** ₹৮০,৪০০/-। **টেন্ডার নথির খরচ:** শূন্য। **খোলার তারিখ:** ২৪.১২.২০২৪। **সমাপ্তির সময়কাল:** ০৪ (চার) মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ: ২৪.১২.২০২৪ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত।** আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, নির্দিষ্টকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবেনা। (PR-851)

N.I.Q. No- **WBIW/SDO/ M.Inv.S.D./NIQ NO - 01/2024-25** On behalf of the Governor of W.B., the Sub Divisonal Officer, Malda Investigation Sub Divisin, Green Park, Malda invites sealed quotation. Last date of dropping:-**16.12.2024 till 15:00 Hours** IST. Details may be seen in the website www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Sub Divisional Officer, Malda Investigation Sub Division.

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-এসডিএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৬৬-২০২৪-এনআইটি; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এসডিএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৬৬-২০২৪; তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদির থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি এর কাজ (ক) রানাঘাটের ইয়ার্ড পরিবর্তনের জন্য ২৫কেভি এসি সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমারের ডিজাইন, ড্রয়িং, সাপ্লাই, ইরেকশন, টেস্টিং ও কমিশনিং এবং কল্যাণী থেকে রানাঘাটের মধ্যে ই.আই. হাটের জন্য এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা এবং নৈহাটি থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ৩য় লাইনের কাজ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাজ, (খ) বহরমপুর কোর্ট স্টেশন পরিবর্তনের জন্য ২৫কেভি এসি সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমারের ডিজাইন, ড্রয়িং, সাপ্লাই, ইরেকশন, টেস্টিং ও কমিশনিং, (গ) পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে এলসি গেট নং ১৩২/টি-এর পরিবর্তে বহরমপুর কোর্ট - রোড ওভার ব্রিজের জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬,৫১,১৭,৬১০.৭০/-; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,৭৫,৬০০/-; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে। এই টেন্ডারের বিপরীতে উপরে উল্লিখিত টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ে বা তার আগে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা দেওয়া যেতে পারে। এই টেন্ডারের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং উপরে বর্ণিত সমস্ত নথিসহ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। টেন্ডারের নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনী(গুলি) (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর নোটিশ বোর্ডেও দেখা যেতে পারে। CON-76/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ২৮.১১.২০২৪ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে।** (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছে। (২) বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২এ । ট্রেন ঃ** ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫ টি এসএলআর-এ; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২বি । ট্রেন ঃ** ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। HWH-453/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/XIV/130/035/24-25/R (1st Call) Name of work : **Desilting & maintenance of covered surface drain along Northern Flank of S.N. Chatterjee Lane near Pr.No.31/N/1, 5 & 10/8 etc.in Ward No.130.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,89,751.49.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.**

2. NIT No. : KMC/XIV/130/029/24-25/R (1st Call) Name of work : **Maintenance of concrete passage in the bye lane of B.S. Road near Pr.No.82C, B.S. Road & 6A R.B. Road etc. in Ward No. 130.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,89,592.79.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.**

3. NIT No. : KMC/XIV/130/036/24-25/PARK (1st Call) Name of work : **Beautification of Nagendera Sishu Uddyan KMC Park by painting & ancillary civil works etc. in Ward No.130.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,88,853.04.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.**

4. NIT No. : KMC/XIV/130/034/24-25/R (1st Call) Name of work : **Improvement of Bituminous Road including relaying of Kerb & Channels in the bye lane of R.K. Sarani near Pr.No.159/5, 148, 38/34, 38/16 & 38/17 etc. in Ward No.130.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,76,415.31.** Earnest Money : **Rs.9,600.00.** Period of Completion : **21 days (for Sl.No.1 to 4).** Last date of Submission of Bid : **11.12.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4.** Tender will be opened on **13.12.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4).**

5. NIT No. : KMC/XIV/121/034/24-25/R (1st Call) Name of work : **Maintenance of through repairing of concrete passage in the bye lane of J.L. Sarani near Pr.No.174/A, 22A & 170/A, Bhupen Roy Road & KMC Park, etc. Ward No.121.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,89,775.28.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

6. NIT No. : KMC/XIV/121/032/24-25/R (1st Call) Name of work : **Improvement of Bituminous Road including relaying of Kerb and Channels in the Somu Park area near Pr.No.15/52, 15/28, 8/8 & 8/29, etc. B.G. Lane in Ward No.121.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,87,327.43.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 days (for Sl.No. 5 & 6).**

7. NIT No. : KMC/XIV/131/27/24-25/R (1st Call) Name of work : **Maintenance of concrete passage at Panchanantala Lane near Pr.Nos. 38, 46/1, 57, 58/A, 58C, 64, 86, 89, 99/B, 155, etc. in Ward No.131.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,44,394.93.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**

8. NIT No. : KMC/XIV/132/027/24-25/R (1st Call) Name of work : **Development of road by providing cement concrete including improvement of surface drain at Banamali Naskar Road bye lane near Pr.No.60, 54/2, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,47,150.34.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

9. NIT No. : KMC/XIV/132/032/24-25/R (1st Call) Name of work : **Raising of manhole and catchpit covers at different places of Pathak Para Road, Sagar Manna Road and Bishalakshmi Tala Road, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,94,388.18.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

10. NIT No. : KMC/XIV/132/034/24-25/R (1st Call) Name of work : **Development of Bituminous Road, disturbed due to U/G sewer pipe line at U.B. Road bye lane near Pr.No.842/6, 842/W, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,26,484.02.** Earnest Money : **Rs.6,550.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No. 7 to 10).**

11. NIT No. : KMC/XIV/131/29/24-25/R (1st Call) Name of work : **Maintenance of concrete passage at Panchanantala Lane near Pr.Nos. 73A, 77/1, 87, 89B, 89/D, etc. in Ward No. 131.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,71,964.06.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **25 days.**

12. NIT No. : KMC/XIV/121/033/24-25/PARK (1st Call) Name of work : **Maintenance of Nipobithi K.M.C. Park by different civil works etc.in Ward No.121.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,98,488.17.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date of Submission of Bid : **11.12.2024 upto 5 p.m. (for Sl.No.5 to 12).** Tender will be opened on **13.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.5 to 12).** The bid forms and other details are available on and from : **03.12.2024 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 12).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/XIII/119/22/24-25/C (1st Call) Name of work : **Maintenance of Catch Pit and manhole at different places of Shil Thakur Bari Road (Near Pr.No.85), J.K. Pal Road (Near Pr.No.23) and Brojen Mukherjee Road (Near Pr.No.51/4) etc. bye lane in Ward No.119, Br-XIII.** Work Value : **Rs.2,87,744.03.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

2. NIT No. : KMC/XIII/119/38/24-25 (1st Call) Name of work : **Replacement of broken and missing cover of M.H., G.P., C.P. etc. at different places in Ward No.119.** Work Value : **Rs.2,98,667.10.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT No. : KMC/XIII/115/052/24-25 (1st Call) Name of work : **Devt. of Chander Village Park, Prakriti Devi Park & other KMC Parks in Ward No.115.** Work Value : **Rs.2,99,805.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 to 3).**

4. NIT No. : KMC/XIII/122/50/24-25 (1st Call) Name of work : **Development of road by laying Hot-Mix at Sodepur Road (Sanhati Park), Sodepur Brick Field Road near Pr.No.162/1A, 258, etc. in Ward No.122, Br.-XIII.** Work Value : **Rs.4,26,492.00.** Earnest Money : **Rs.8,600.00.**

5. NIT No. : KMC/XIII/122/57/24-25 (1st Call) Name of work : **Dev. of drainage system providing U/G sewer at Rabindra Abasan near Pr.No. G-19 in Ward No.122.** Work Value : **Rs.3,93,482.24.** Earnest Money : **Rs.7,900.00.** Period of Completion : **25 Days (for Sl.No. 4 & 5).**

6. NIT No. : KMC/XIII/116/25/24-25 (1st Call) Name of work : **Maintenance of road with C.C. Pavement works at bye lane of B.L. Saha Road near Pr.No.60,76,66,62 etc.in Ward-116.** Work Value : **Rs.4,68,868.13.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**

7. NIT No. : KMC/XIII/122/25/24-25 (1st Call) Name of work : **Development of road by laying Hot Mix at Spodepur Brick Field Road bye lane near Pr.No.176/1, 237A etc. in Ward No.122, Br.-XIII.** Work Value : **Rs.4,97,551.44.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **28 Days (for Sl.No.6 & 7).** Last date of Submission of Bid : **11.12.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 7).** Tender will be opned on : **13/12/2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from : **03.12.2024 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 7).**

965/ 24-25

হাওড়ায় বহু পবন পুত্র যক্ষায় আক্রান্ত, জানালেন চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলায় পবন পুত্রদের তান্ডব ও দাপট সংবৎসর থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গ্রামীণ হাওড়া জেলার গড়চুমুক এর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি এই পবন পুত্রদের অনেকেই যক্ষায় আক্রান্ত। গড়চুমুক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বলেন, 'গ্রামীণ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ধরা পড়া কিংবা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত বহু পবন পুত্রদের এই চিড়িয়াখানায় আনা হয় তাদের চিকিৎসা করার জন্য। তাদের মধ্যে অনেক পবন পুত্রকে সুচিকিৎসা করে ও বাঁচানো সম্ভবপর হয় না। মৃত পবন পুত্রদের দেহ নিয়মানুযায়ী সুরতাল করা হয়। এর ভিত্তিতে গড়চুমুক চিড়িয়াখানার চিকিৎসকরা বলেন, 'মৃত পবন পুত্রদের দেহ নিয়মানুযায়ী সুরতাল করে দেখা গেছে তাদের অনেকেই যক্ষায় আক্রান্ত ছিল। গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র তথা চিড়িয়াখানার রেঞ্জ আধিকারিক তাপস দেব এই প্রসঙ্গে বলেন, সংবৎসর বেশ কয়েকটি পবন পুত্রকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পবন পুত্রকে এখানে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তাদের সুচিকিসা করার পর ও যে সমস্ত পবন পুত্রদের মৃত্যু হয় তাদের মৃতদেহ সুরতাল করার পর দেখা যায. তাদের অনেকেই যক্ষায় আক্রান্ত ছিল। এ থেকেই ধরে নেওয়া যায়, জীবিত পবন পুত্রদের মধ্যে ও যক্ষায় আক্রান্ত অনেকেই আছে । এখানের পশু চিকিৎসকেরা বলেন, পবন পুত্ররা অপুষ্টিতে ভোগার জন্যই এদের শরীরে যক্ষার সংক্রমণ ঘটছে । গ্রামীণ হাওড়া জেলার নানান স্থানে পবন পুত্ররা গাছপালা ছেড়ে চা দোকান, মুদিখানা, এমনকি গৃহস্থের বাড়িতে দিনের বেলায় যখন তখন ঢুকে পড়ছে। বিস্কুট, চানাচুরের প্যাকেট, কেক, পাঁউরুটি, বাড়িতে থাকা আলু সহ নানান সবজি, ফল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে পবন পুত্ররা। গড়চুমুক চিড়িয়াখানার পশু বিশেষজ্ঞরা এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, পবন পুত্ররা পার্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না। বিস্কুট, চানাচুর, কেক, পাঁউরুটি ওদের খাদ্য নয়। ওদের মূল খাদ্য হল নানান সবজি, গাছের পাতা, আম, জাম, কাঁঠাল সহ নানান ফল। বতর্মানে চাষীরা জমিতে নানান ধরনের কীটনাশক প্রয়োগ করছে। পবন পুত্রদের তান্ডব ও দাপটে জমির ফসল বাঁচানোর জন্য জমিতে উঁচু করে জাল দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে। জমিতে পাহারা দিচ্ছে। জমি জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার জন্য,জমিতে কীটনাশক দেওয়ার জন্য পবন পুত্ররা সবজি খাচ্ছে না। যদি ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই সবজি খায়, এর ফলে তারা নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। জমিতে পাহারা দেওয়ার জন্য, জমি জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার জন্য পবন পুত্ররা জমির কাছে যেতে পারছে না। এতো গেল একটা কারণ। অন্য কারণ হল, নগরায়নের দাপটে কলকারখানা, রাস্তা, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে গৃহ নির্মাণের জন্য অবাধে গাছ কাটা হচ্ছে। যার ফলে গাছের সংখ্যা কমছে। গাছের পাতা, ফলমূলের খাবারের অভাবে পড়ছে পবন পুত্ররা। যে কারণেই পবন পুত্ররা চা দোকান, মুদিখানা এমনকি গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে বিস্কুট, চানাচুরের প্যাকেট, কেক, পাঁউরুটি, আলু সহ নানান সবজি, ফল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঝে মধ্যেই পবন পুত্রদের তান্ডবে, দাপটের খবর পেয়ে জেলার বন দফতরের কর্মীরা, গড়চুমুক চিড়িয়াখানা কর্মীরা পবন পুত্রদের খাঁচায় বন্দী করে আনেন। পবন পুত্রদের কিছুদিন এখানে রেখে সুচিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করে তোলা হয়। তারপর ঐ সুস্থ পবন পুত্রদের ঝাড়গ্রামের বনাঞ্চল বা সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। গড়চুমুক চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষরা বলেন, বেপরোয়া হয়ে ওঠা পবন পুত্রদের উদ্ধার করে আনার পর তাদের পর্যাপ্ত খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। লক্ষ্য করা গেছে তাদের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত খাবার দেওয়ার পর তারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে ও সুস্থ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ হাওড়া জেলার বহু পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের কর্মী, সদস্য - সদস্যা, পরিবেশ প্রেমীদের বক্তব্য, শুধুমাত্র স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে নয়, মানুষের সংস্পর্শে এলে ও বন্যপ্রাণীরা রোগাক্রান্ত হতে পারে। 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন' এর সম্পাদক তথা পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন, একদিকে যেমন অপুষ্টি, অন্যদিকে পবন পুত্ররা এখন গৃহস্থের বাড়ি, দোকান থেকে পাঁউরুটি, কেক , বিস্কুট, চানাচুর, সবজি নিয়ে এসে খাচ্ছে। এই সব খাবারে যদি কোনো রোগাক্রান্ত মানুষের স্পর্শ থাকে, তা থেকে পবন পুত্ররা রোগাক্রান্ত হতেই পারে। বন্যপ্রাণীদের যক্ষার মতো অসুখ থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি - অসরকারি উদ্যোগে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে শুধুমাত্র ফলের গাছ লাগানো উচিত বলে মনে করেন শুভ্রদীপ ঘোষ। এই ধরণের উদ্যোগ তারা 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন' সংগঠন ভাবে নিচ্ছেন বলেও জানান। শুভ্রদীপ বলেন, বাগনানে 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ' একটি জমি চিহ্নিত করেছে। সেই জমিতে আটশত টি ফলের গাছ লাগানো হবে। যাতে কোনো কীটনাশক প্রয়োগ করা হবে না। বন্যপ্রাণীরা সেই সব ফল অনায়াসেই খেতে পারবে। ফলে তারা আর রোগাক্রান্ত হবে না। এলাকায় এলাকায় দাপট - তান্ডব চালাবে না। দোকান - গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার করবে না ।

বিজ্ঞান - পরিবেশ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত বেলুন রোবট আকাশে পাঠানো হচ্ছে

পৃথিবীর জলবায়ুর নানা তথ্য ও বিভিন্ন বড় ধরনের ঝুঁকির খোঁজ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত বেলুন রোবট আকাশে পাঠানো হচ্ছে। নিয়ার স্পেস ল্যাবস থেকে এসব বেলুন পাঠানো হয়েছে।

নিয়ার স্পেস ল্যাবস জানিয়েছে, অনেক বিমা কোম্পানি এখনো জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন করার জন্য বেলুনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য এসব এআই-চালিত বেলুন রোবট দিয়ে আরও কার্যকরভাবে সংগ্রহ করবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নিউইয়র্কভিত্তিক নতুন উদ্ভাবনী

উদ্যোগ (স্টার্টআপ) নিয়ার স্পেস ল্যাবস। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উচ্চমাত্রার ছবি সংগ্রহ করতে এসব বেলুন রোবট পাঠিয়েছে তারা। উন্নত রোবোটিক ক্যামেরাযুক্ত এসব বেলুনের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বেলুন সুইফটস নামের এআইচালিত রোবটের সঙ্গে সংযুক্ত। বাণিজ্যিক বিমানের চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে অবস্থান করছে এসব রোবটচালিত বেলুন। সুইফট রোবট একবারে এক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার ছবি তুলতে পারে।

নিয়ার স্পেস ল্যাবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেমা মাতেভোসিয়ান বলেন, 'আমাদের বেলুন ও রোবট যেকোনো বিপর্যয়ের পরই দ্রুত তথ্য দিতে পারে। এসব তথ্য বিমা কোম্পানি বিশ্লেষণ করে দ্রুত গ্রাহকের অর্থ প্রদান করতে পারে। আমাদের বেলুন একবার উড্ডয়নে আট লাখ ড্রোনের সমান ছবি তুলতে পারে।' ইদানীং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন ঘন বড় বড় দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। হারিকেন ও দাবানলের মতো দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন বিমা সংস্থার কাছে দ্রুত তথ্যের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই বেলুন রোবট আকাশে পাঠানো হচ্ছে। সুইফট রোবটের নেটওয়ার্ক ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০৮৫ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ে ছবি তুলতে পারে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশদভাবে বড় দুর্যোগ ঘটা অঞ্চলকে কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

মহাকাশ স্টেশনে বিষাক্ত গন্ধ

বেশ কিছু স্থানে ফাটল দেখা দেওয়ায় পর এবার বায়ুদূষণের কবলে পড়েছে মহাকাশে থাকা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন নানা কারণে মারাত্মক দূষণের ঝুঁকিতে রয়েছে। গন্ধ ও দূষণের কারণে বেশ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন নভোচারীরা। সম্প্রতি একটি পণ্যবাহী মহাকাশযান মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার পর এ আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নাসার তথ্যমতে, ২৩ নভেম্বর 'প্রোগ্রেস ৯০' নামের একটি মহাকাশযান আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের রাশিয়া অংশে যুক্ত হয়। রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের নভোচারীরা মহাকাশযানটির দরজা খোলার পরপরই গন্ধ শনাক্ত করে দ্রুত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের যুক্তরাষ্ট্র অংশে থাকা নোড ৩ মডিউলেও পেইন্ট স্প্রের মতো গন্ধ পাওয়া গেছে। এক বিবৃতিতে নাসা জানিয়েছে, ২৩ নভেম্বর সকালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এয়ার স্ক্রাবার ও দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করার পর সেন্সরের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এখন স্টেশনের ভেতর বাতাসের মান স্বাভাবিক স্তরে রয়েছে। প্রতিরক্ষা হিসেবে রুশ মডিউলার ও কার্গো ক্রাফটের সংযোগ হ্যাচ বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রোগ্রেস ৯০ মহাকাশযানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা 'এক্সপেডিশন ৭২' মিশনের নভোচারীদের জন্য তিন টন খাদ্য ও জ্বালানি বহন করছে। আর তাই বর্তমানে মহাকাশযানটির দরজা বন্ধ রাখা হলেও কিছুদিনের মধ্যে তা খুলতে হবে। প্রায় ছয় মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকবে মহাকাশযানটি।

বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে, সেই প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর

সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন বন্য প্রাণী নানাভাবে ঝুঁকির মুখে পড়ছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে। সেই প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর। নতুন এক সমীক্ষা বলছে, বন্য ক্যাপুচিন বানর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। তাদের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে উষ্ণ তাপমাত্রার মধ্যে থাকার কারণে এই প্রজাতির অল্পবয়সী বানর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী জর্ডান লুকোর কোস্টারিকার সাদা মুখের ক্যাপুচিন বানরের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বনের ওপর প্রভাব তৈরি করছে। বন্য প্রাণীদের

জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি বড় ধরনের হুমকির কারণ এখন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এ ধরনের বানরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার (ইমিউন সিস্টেম) ওপর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য বদলে যাচ্ছে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ও প্রজননের ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ প্রভাব নিয়ে 'সায়েন্স অ্যাডভান্সেস'এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বেশি তাপমাত্রা সহ্য করলে বানরের সাধারণ রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। তখন বানর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক প্রাণী তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুসারে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেসব স্তন্যপায়ী প্রাণী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, অল্পবয়সী বানরদের প্রতিরোধব্যবস্থা তাপের কারণে বেশি করে প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞানী জর্ডান বলেন, 'আমরা দেখছি, অল্পবয়স্ক বানরেরা বয়স্ক বানরের চেয়ে তাপমাত্রা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তন বানরসহ বিভিন্ন প্রজাতির ওপর কেমন প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

মঙ্গল গ্রহে গরম জল

মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ কেমন ছিল, তা জানার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহ থেকে ছিটকে পড়া উল্কাপিণ্ড এনডব্লিউএ ৭০৩৪ এর নমুনা বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, অতীতের কোনো এক সময়ে মঙ্গল গ্রহে গরম জলের উপস্থিতি ছিল।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ব্ল্যাকবিউটি নামে পরিচিত উল্কাপিণ্ডটি ২০১১ সালে সাহারা মরুভূমিতে পাওয়া গেছে। ৪৪৩ বছরের পুরোনো উল্কাপিণ্ডটি মহাজাগতিক কোনো সংঘর্ষের কারণে মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ছিটকে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্কাপিণ্ডের জিরকন নমুনা বিশ্লেষণ করে জলের রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই চিহ্ন ইঙ্গিত করে, মঙ্গল গ্রহে একসময় গরম জলের উপস্থিতি ছিল। ভূতাপীয় বা হাইড্রোথার্মাল সিস্টেম জীবন বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের জন্য শুরুতে এই সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান মঙ্গল গ্রহের ভূত্বক গঠনের সময়ও ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। কার্টিনের স্কুল অব আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী অ্যারন ক্যাভোসি বলেন, এই আবিষ্কার মঙ্গল গ্রহের প্রাথমিক হাইড্রোথার্মাল সিস্টেম সম্পর্কে

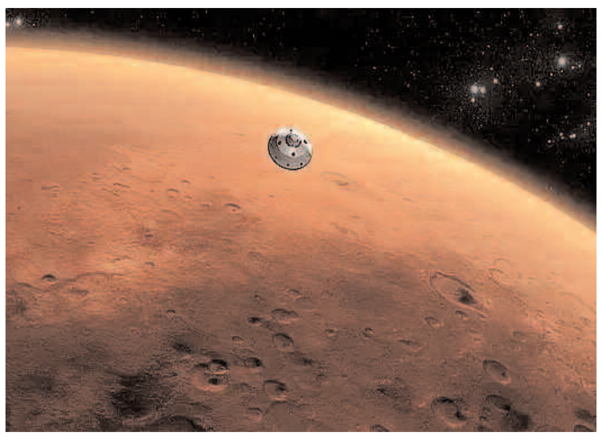

জানার সুযোগ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহ অতীতে বাসযোগ্য ছিল কি না, তা বোঝার জন্য নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। মঙ্গল গ্রহে গরম জলের প্রাথমিক প্রমাণ শনাক্ত করতে ন্যানো-স্কেল জিওকেমিস্ট্রি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ইট্রিয়াম, সোডিয়ামসহ জিরকন কণার প্রয়োজনীয় উপাদান শনাক্ত করতে ন্যানো-স্কেল ইমেজিং ও স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করেন। এসব উপাদানের প্যাটার্ন থেকেই ধারণা করা হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহের প্রথম দিকে ভূত্বকে জলের উপস্থিতি ছিল।

তিনদিনেই চুরির কিনারা করলো পুলিশ, ধৃত ফ্ল্যাটের দুই পরিচারক

হাওড়া, ২ ডিসেম্বরঃ তিনদিনেই চুরির কিনারা করলো পুলিশ। ধৃত ফ্ল্যাটের দুই পরিচারক, উদ্ধার চুরি যাওয়া সোনার চেন ও নগদ টাকা। চুরির মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যেই সোনার গয়না সহ নগদ টাকা উদ্ধার করল হাওড়া সিটি পুলিশ। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার সালকিয়া রোডে গত শুক্রবার শ্রীসদন আবাসনে ওই চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযুক্ত ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিজয় কুমার পিল্লাই এবং কানহা চরণ সাহু। এরা জনেই ওড়িশার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে এরা ওই আবাসনেই পরিচারকের কাজ করত। পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৯ নভেম্বর সুজাতা জালান নামের এক মহিলার ঘর থেকে নগদ কয়েক হাজার টাকা ও একটি সোনার চেন চুরি হয়।

এই চুরির অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নামে। রবিবার গভীর রাতে এদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ২৯ হাজার টাকা ও ১টি সোনার চেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য বিশাল নিয়োগ অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে অনেক শূন্যপদ পূরণ করার জন্য বিশাল নিয়োগ অভিযান চালানো হচ্ছে। এই নিয়োগ অভিযানে ২ কোটিরও বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। সমস্ত যোগ্য প্রার্থীকে কম্পিউটার বেসড টেস্ট পরীক্ষায় বসতে হবে যা দেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় ইতিমধ্যে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে এবং ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। অবশিষ্ট পর্যায় মার্চ, ২০২৫ থেকে শুরু হবে। একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সিবিটি) পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় পরিচালনা করা হচ্ছে।

এই বিশাল নিয়োগ অভিযান সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে সমন্বয় স্থাপন করতে রাজ্যের একজন বরিষ্ঠ আধিকারিককে নোডাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রার্থীদের প্রামাণিকতা নিশ্চিত করতে আধার ভিত্তিক পরিচয় পরীক্ষা প্রত্যেক যোগ্য প্রার্থীরই করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০১৪-২৪ সময়ে প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী নিযুক্তি দিয়েছে ভারতীয় রেলওয়ে। যেখানে বিগত দশকে (২০০৪-১৪) মাত্র ৪ লক্ষ কর্মী নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্রে এটি ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি চিহ্নিত করেছে।

ভারতীয় রেলওয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি এমপ্লয়মেন্ট ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করা হয়েছে। সমস্ত শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি সময়সূচী অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, আরপিএফসাব-ইন্সপেক্টর, টেকনিসিয়ান, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য পদের জন্য কম্পিউটার বেসড টেস্ট পরীক্ষার তারিখ জানানো হয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা দেশজুড়ে পাঁচদিন ধরে পরিচালনা করা হয়েছিল।

রেলওয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকরির রেকেট, দালাল ও মধ্যভোগীদের থেকে প্রার্থীদের সাবধান হওয়ার পাশাপাশি কোনও ধরনের ফাঁদে না পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল পুলিশ, মগড়ায় অভিযোগ, সেই ওয়ারেন্ট ছিড়ে পুলিশকেই আক্রমণ গ্রামবাসীর

বনস্পতি দে, হুগলি, ২ ডিসেম্বর ঃ গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই ওয়ারেন্ট ছিড়ে পুলিশকেই আক্রমণ গ্রামবাসীর। আক্রান্ত হলেন মগড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনায় গ্রেফতার এগারোজন। অভিযুক্তদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম তনেশ ঘোষ, সুজিৎ অধিকারি, কৌশিক গোস্বামী, দেবাশীস সরকার, দেবেশ অধিকারী,কুণাল অধিকারী, গৌতম বিশ্বাস,অমর সর্নকার,প্রসেনজিৎ

পাল, বঙ্কিম ঘোষ ও ভাস্কর দাস। পুলিশ সূত্রে জানা খবর, ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার হুগলির মগড়া থানার বাসুদেবপুর অধিকারীপাড়া এলাকায়। জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের একটি মামলায় অভিযুক্ত দু'জন আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ। এরপর পুলিশের গাড়ি ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। ধস্তাধস্তি হয় পুলিশে সঙ্গে।

গাড়ি ভাঙচুর করে পুলিশকে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মী আহত হন। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে মোট এগারো জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, আক্রমণের অভিযোগের ভিত্তিতে মোট এগারো জনকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়েছে।

জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তিমি মৃত্যুর হার বাড়ছে

সমুদ্রে তিমিদের আবাসস্থলের ওপর দিয়ে নিয়মিত চলাচল করে থাকে বিভিন্ন দেশের বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজ। বিশাল আকারের বাণিজ্যিক জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তিমিসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যুর হার বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা বারবারার (ইউসিএসবি) গবেষকেরা বাণিজ্যিক জাহাজের আঘাতে তিমির মৃত্যুর ঘটনা জানতে একটি সমীক্ষা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নীল তিমি, ফিন, হাম্পব্যাক ও স্পার্ম তিমির ৯২ শতাংশ আবাসস্থলের ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করছে। এর ফলে বাণিজ্যিক জাহাজের আঘাতে বড় প্রজাতির তিমিগুলো বর্তমানে হুমকির মুখে রয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী রাচেল রোডস বলেন, 'আমরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করেছি। এই সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ।' বড় বড় জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে তিমিগুলো প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী ব্রায়ানা আব্রাহামস জানিয়েছেন, প্রতিবছর তিমির আবাসের মধ্যে হাজার হাজার জাহাজ চলাচল করছে। আগামী দশকে বিশ্ববাণিজ্য আরও বাড়ছে, তিমির সঙ্গে সংঘর্ষ আরও বাড়বে। তিমি বাঁচাতে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় তিমির উপস্থিতি শনাক্ত করে বিভিন্ন জাহাজকে চলাচলের সময় সতর্কসংকেত দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিপন্ন প্রজাতির তিমি রক্ষায় বাণিজ্যিক জাহাজকে মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গতি কমিয়ে চলাচল করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে এসব উদ্যোগের পরও কমছে না তিমির মৃত্যু।

ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় উপহার

ভীতি নয়, ভালোবাসার দিকে মোড় ঘোরান। যুক্তরাজ্যের রাজবধূ প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটনের বার্তা এটাই। ক্রিসমাস শুভেচ্ছা উপলক্ষে অতিথিদের কাছে এমন বার্তা দিয়েছেন তিনি। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে আগামী সপ্তাহে বার্ষিক ক্রিসমাস ক্যারোল আয়োজন করা হবে। এর আয়োজক তিনি। সেখানে যে অতিথিরা আসবেন, তাঁদের উদ্দেশে কেট লিখেছেন, ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় উপহার, যা মানুষ একে অপরকে দিতে পারে। চতুর্থবারের মতো ৬ ডিসেম্বরের ক্যারল কনসার্ট আয়োজন করছেন কেট। দীর্ঘদিন ক্যানসারের চিকিৎসা করানোর পর তিনি আবার কাজে ফিরেছেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের দায়িত্ব হিসেবে তিনি এ ক্যারল কনসার্ট আয়োজন করছেন। এ উপলক্ষে তিনি ১ হাজার ৬০০ অতিথিকে চিঠি দেন। এ চিঠিতে থিম হিসেবে তিনি ভালোবাসাকেই বেছে নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সহমর্মিতার বিষয়টিকেও তুলে ধরেছেন। এর আগেও তিনি নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন বিবৃতিতে ভালোবাসা আর সহমর্মিতার কথাও বেশি বেশি বলেছেন। ৪২ বছর বয়সী কেট তাঁর চিঠিতে বলেছেন, ক্রিসমাস শুধু একবার উদ্‌যাপনের সময় নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের চাপ মুক্তিরও একটি পথ। মানুষের মধ্যে নানা রকমের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের এক অপরকে কতটা প্রয়োজন, সে বিষয়টিরই প্রতিফলন ক্রিসমাস। কেট আরও লিখেছেন, 'সবকিছুর বাইরেও এটি আমাদের ভীতির বদলে ভালোবাসার দিকে মোড় ঘোরাতে উৎসাহ দেয়।' গত জানুয়ারি মাসে কেটের তলপেটে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়। ওই অস্ত্রোপচারের পর তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁকে প্রতিরোধমূলক কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। কেটের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ব্রিটিশ রাজপরিবারে বড় ধরনের দুঃসংবাদ হয়ে দেখা দেয়। রাজা চার্লসও ক্যানসারে আক্রান্ত। গত মাসের শুরুতে কেটের স্বামী প্রিন্স উইলিয়াম বলেন, এ বছরটা রাজপরিবারের জন্য অনেক কঠিন ছিল।

Name Change

I, Santana Paul (old name) wife of Chitta Ranjan Paul, residing at 55/2, Bina Bhaban Nabapally, P.O.- Joka, P.S.- Haridevpur, Kolkata- 700104, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Santwana Paul (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 02/12/2024. Santwana Paul (new name) and Santana Paul (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Binod Kumar Prasad (old name) son of Munilal Mahato, residing at Setna Road, Budge Budge (M), P.O.- Hartal Khali, P.S.- Budge Budge, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700137, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Binod Kumar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Binod Kumar (new name) and Binod Kumar Prasad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Munnilal Prasad (old name) son of Late Rampujan Mahato, residing at Deoria, Deuriya, Siwan, Bihar, Pin- 841238, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Munilal Mahato (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Munilal Mahato (new name) and Munnilal Prasad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Basudev Barat (old name) son of Late Gopal Chandra Barat, residing at Vill. & P.O.- Ranibandh, P.S.- Ranibandh, Dist-Bankura, Pin- 722148, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Basudeb Barat (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Basudeb Barat (new name) and Basudev Barat (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Palas Paul S/o Bikash Pal Residing at Pal Para, Sarenga, Sankrail, District - Howrah, Pin - 711309 West Bengal India shall henceforth be known as Palash Pal. I declare that Palas Paul and Palash Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-12-2024.

Name Change

I, Momota Paul W/o Bikash Pal Residing at Sarenga, Sankrail, District - Howrah, Pin - 711309 West Bengal India shall henceforth be known as Mamta Pal. I declare that Momota Paul and Mamta Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-12-2024.

Name Change

I, Bikash Paul S/o Kebal Pal Residing at Sarenga, Sankrail, District - Howrah, Pin - 711309 West Bengal India shall henceforth be known as Bikash Pal. I declare that Bikash Paul and Bikash Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-12-2024.

Name Change

I, Azijar Molla S/o Atiyar Molla Residing at Sondalia, P.o- Bodra, Bhangar, District - 24 Pgs(S), Pin - 743507 West Bengal India shall henceforth be known as Ajijar Molla. I declare that Azijar Molla and Ajijar Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-12-2024.

Name Change

I, Abhijit Dey S/o Anil Kumar Dey Residing at 65/B, Graham Road, P.o+P.s- Regent Park, District - Kolkata, Pin-700040 West Bengal India shall henceforth be known as Abhijit De. I declare that Abhijit Dey and Abhijit De is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-12-2024.

Name Change

I, Ansari Mohammad Asad Ansarulhaque (Old Name) S/o Ansarul Haque Residing at Flat 2N,2nd Floor, Ipshita Apartment, 68A, Rashbehari Avenue, Hazra Youth computer Training centre, Kalighat Vtc+P.o-Kalighat, District - Kolkata, Pin- 700026 West Bengal India shall henceforth be known as Mohammad Asad Ansari (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2024. Ansari Mohammad Asad Ansarulhaque (Old Name) and Mohammad Asad Ansari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MD NISAR AHMED (Old Name) S/O ALI BUKSH, 11, Taltala Bazar Street, P.O.-Entally, P.S.-Taltala, Kolkata, Pin-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD NESAR AHMED (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 12-11-2024, MD NISAR AHMED (Old Name) and MD NESAR AHMED (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JAKIR SAHAJI (Old Name) S/O LATE ARMAN SAHAJI, Vill-Ghona, P.O.-Gotra, P.S.-Basirhat, North 24 Parganas, Pin-743422, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ZAKIR SAHAJI (New Name) as declared before the Notay Public Goverment of India vide affidavit Dated 02-12-2024, JAKIR SAHAJI (Old Name) and ZAKIR SAHAJI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Najruddin Bayen (old name) son of Late Md Samiruddin, residing at Vill.- Morar, P O.- Morar, P.S.- Bishnupur, Dist-Bankura, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahammed Najruddin (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 02/12/2024. Mahammed Najruddin (new name) and Md Najruddin Bayen (old name) both are same and identical person.

Name Change

I SAHAJAN SK, S/O LATE KABIR SHAIKH, R/O VILL & PO - CHANDI, PS-BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAJAHAN SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/12/2024,THAT SAHAJAN SK AND SAHAJAHAN SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, AVIJIT SHARMA (OLD NAME) SON OF LATE JADUNATH SHARMA RESIDING AT 4/35, JADAVGAR COLONY,PO-HALTU, PS-GARFA, KOLKATA-700078, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH KNOWN AS ABHIJIT SHARMA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/12/2024. AVIJIT SHARMA (OLD NAME) AND ABHIJIT SHARMA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sabiya (old name) wife of Md Shiraz, residing at 18, Karaya Road, P.O.- Circus Avenue, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sabia Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/12/2024. Sabia Begum (new name) and Sabiya (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, BUDHADEV MUKHERJEE, BUDHADEB MUKHERJEE & BUDDHADEB MUKHERJEE, SON OF BARID BARAN MUKHERJEE, DOB - 17/03/1977 , RESIDING AT VILL - BAROMURA, BAROMURA ROAD, POST - SANMURA, PS - GARBETADIST - WEST MEDINIPUR, WEST BENGAL, PIN - 721 127,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BUDDHADEV MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 02/11/2024.THAT BUDHADEV MUKHERJEE, BUDHADEB MUKHERJEE & BUDDHADEB MUKHERJEE ALSO BUDHADEV MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE PERSON.

Name Change

I, MD. LAIQAT (OLD NAME) SON OF MOHAMMAD GANI RESIDING AT 54, RABINDRA SARANI, KOLKATA-700073, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH KNOWN AS LIAQAT ALI MONIYUR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 27/11/2024. MD. LAIQAT(OLD NAME) AND LIAQAT ALI MONIYUR(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, KRISHNA DEBNATH resident Mathapur Road, Ganganagar, Wars No. 04 of Nabadwip Municipality, PO & PS-Nabadwip, Dist-Nadia-741302 West Bengal India, have changed my name(Shall henceforth be known as)SHRIKRISHNA DEBNATH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nadia on 27/11/2024. KRISHNA DEBNATH and SHRIKRISHNA DEBNATH both are same and one identical person and Debu Debnath is his son.

Name Change

I, BINOD DEBNATH resident Vill. Jageswarpur Barishal Nimdaha, P.O. Ukhara, P.S. Purbasthali, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713512 West Bengal India, have changed my name (Shall henceforth be known as) BINODBIHARI DEBNATH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip on 19/07/2024. BINOD DEBNATH and BINODBIHARI DEBNATH both are same and one identical person and ABHIMANYU DEBNATH is his son.

Name Change

I SAMBHU PAUL, S/O NANI GOPAL PAUL, R/O CHANDIPUR CHANDIPUR NORTH 24 PARGANAS PIN-743247, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMBHU PAUL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/12/2024,THAT SAMBHU PAUL AND SHAMBHU PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AKHTAR HUSSAIN, S/O RAHAMAN, R/O 1/3, KASAI BUSTEE 1ST LANE, NARKELDANAGA KOLKATA PIN-700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AKHTAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/12/2024,THAT AKHTAR HUSSAIN AND MD AKHTAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Nizam Hossen (old name) son of Late Majed Ali, residing at Vill.- Dakshin Malikapur, P.O.- Dakshin Basudebpur, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin- 712301, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahammad Nizam Hossen (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/12/2024. Mahammad Nizam Hossen (new name) and Md Nizam Hossen (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Nasim Hossen (old name) son of Mahammad Nizam Hossen, residing at Vill.- Dakshin Malikapur, P.O.- Dakshin Basudebpur, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin- 712301, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahammad Nasim Hossen (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/12/2024. Mahammad Nasim Hossen (new name) and Md Nasim Hossen (old name) both are same and identical person.

তিস্তা ব্যারাজ দিয়ে বন্ধ ভারী যান চলাচল, ক্ষতির মুখে ট্রাক ব্যবসায়ী সহ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর ঃ তিস্তা ব্যারাজ দিয়ে বন্ধ ভারী যান চলাচল, ক্ষতির মুখে ট্রাক ব্যবসায়ী সহ এলাকাবাসী। স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ করে কোলের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে পথ অবরোধে শামিল এলাকার মহিলারা জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি। জানা যায় দীর্ঘ বেশ কিছুদিন আগে গাজলডোবা সেতু দুর্বল বলে হাইট বার লাগিয়ে গাজল ব্রিজের উপর দিয়ে বালি পাথরের লরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে গাজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন ওদলাবাড়ি থেকে একাধিক নদী ঘাট থেকে রয়েলিটি দিয়ে বালি-পাথর নিয়ে যাওয়া হত বাংলাদেশ। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায়। গাজলডোবা ব্যারেজ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ থাকার জন্য বালি- পাথর পরিবহন বন্ধ হয়ে রয়েছে। যে কারনে বেকার হয়ে পড়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের। সোমবার বিভিন্ন ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরা শিলিগুড়ি গাজলডোবা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এলাকাবাসীদের দাবি পাথর- বালি নিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকলে এলাকার সাধারণ মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে। কারণ এই বালি - পাথরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এলাকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে ছোটমোটো ব্যবসায়ী সকলেই। শ্রমিক শ্রেণী যদি কাজ না করে তাহলে উপার্জন বন্ধ আর শ্রমিক শ্রেনীর হাতে অর্থ না থাকলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে এলাকার সাধারন ব্যবসায়ীদের ওপর, যার ফলে এলাকার সমস্ত ব্যবসা হয়ে রয়েছে বন্ধ। অপরদিকে গাড়ির মালিকের অভিযোগ গাজলডোবা ব্যারেজে হাইট বার লাগিয়ে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৬ টনের বেশি লোডের গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। কিন্তু সেই পথ দিয়ে বড় বড় গাড়িতে সিমেন্ট নিয়ে ছুটছে বিভিন্ন ভারী যানবাহন তাদের গাড়ি আটকানো হচ্ছে না শুধু মাত্র বালি পাথরের গাড়ি আটকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের আরো অভিযোগ তাদের গাড়ি যদি এইভাবে বন্ধ থাকে মাস গেলে গাড়ির কিস্তি দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এই গাড়ির উপরে নির্ভর করে হাজার হাজার মানুষের জীবন জীবিকা ও পরিবার নির্ভর করে। তারা আজ বেকার হয়ে পড়ে রয়েছে। অবিলম্বে তাদের গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া হোক। গাড়ির মালিকপক্ষের দাবী যতক্ষণ পর্যন্ত জেলাশাসক এসে ব্যারেজ দিয়ে গাড়ি চলাচল এমনকি ঘাটে রয়েলেটি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথ অবরোধ চলবে।

দীর্ঘদিন পরে আজ খুলল উত্তর সিকিম, রওনা হলো ১২২টি গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ২ ডিসেম্বর ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে একেবারেই আটকে পড়েছিল যান চলাচল, আটকে গিয়েছিলেন পর্যটক। অবশেষে আজ খুলে গেল উত্তর সিকিম। গত দুদিন ধরে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিকিমের রাস্তা দেখা হচ্ছিল। যে যানবাহন চলাচলের জন্য সঠিক আছে কিনা, দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছিলেন অনেকেই, অবশেষে আজ ২ ডিসেম্বর থেকে খুলে গেল শিলিগুড়ি সিকিম রাস্তা। চলাচল শুরু করে দিল দুই চাকা এমন চার চাকার গাড়ি। জানা গেছে আপাতত দুপুর তিনটে পর্যন্ত অনুমতি নেওয়া হয়েছে যান চলাচলের পরে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও হতে পারে। এদিকে সিকিমের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে পড়ায় খুশি পর্যটক মহলেও। অনেক পর্যটক বিভিন্ন উপায় করে যারা আটকে গিয়েছিলেন সিকিম এ তারা ফিরে এসেছেন। ব্যয়বহুল খরচের এই দায়িত্ব নিতে নিরাপদ করছিলেন অনেকেই। অবশেষে আজ থেকে যান চলাচল শুরু হয়ে যাওয়ায় হাত ছেড়ে বাঁচল সিকিমের পর্যটন দপ্তর এবং পর্যটকেরাও। তবে সাবধানতা অবলম্বন করে চলবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পর্যটক এবং ড্রাইভারদের। সিকিম থেকে দুপুর ১.৩০ টা এবং শিলিগুড়ি থেকে দুটো এটাই হলো রওনা দেওয়ার শেষ সময়। কারণ আবহাওয়া এখনো ঠিক না হওয়ায় তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যেই রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে চলতে হচ্ছে গাড়ির ড্রাইভারদের, তার সাথে সাথে থাকছে বিপদে পড়ার আশঙ্কা। তবে সব মিলিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে যাওয়ায় অনেকটাই নিশ্চিত সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

Notice of e-Tender Application are invited from bonafied contractors or suppliers vide **NIT Bearing No.- 20/5th SFC/SGP/2024-2025, 21/5th SFC/SGP/2024- 2025, 22/5th SFC/SGP/2024-2025** dated on **02/12/2024**. This said tenders may be found at **www.wbtender.gov.in**. Date of published- **03/12/2024 at 11.00 AM**. Last date of tender- **09/12/2024 at 12.00 PM**. Opening date of tender **11/12/2024 at 12.30 PM**. Nature of works: Tube well, Submersible, Water Tank, Protection wall, Bathing ghat , Building, Road side Drain, C.C.road, P.C.C. Protection Wall.

Pradhan
Sonagara Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
39/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Maintenance of different type of plantation in Sodepur area on ECL Land, over 11.00 Ha. during the year 2024-25	03.12.2024	11.12.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-95/2024-25, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-100/2024-25 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-108/2024-25**. Bid Submission closing date (Online)- **09/12/2024 instated of 30/11/2024 & 29/11/2024** and Bid Submission opening date (Online) **11/12/2024** instated of **03/12/2024 & 02/12/2024**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e- tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Abujhati-1 Gram Panchayat Jhapandanga, PurbaBardhaman

Tender Reference No.:— 575/abuj-1/2024-25 Tender Id:- 1) 2024_ZPHD_776865_1 Dated 30/11/2024, 2) 2024_ZPHD_776865_2 Dated 30/11/2024 3) 2024_ZPHD_776865_3 Dated 30/11/2024 e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTenders from **02/12/2024 to 10/12/2024 upto 4: 55 pm.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly

Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-419/DGP/2024-25 For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the 4(Four) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th FC. **Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-421/2024-25** For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the 4(Four) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th FC & SBM(G). **Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-422/2024-25** For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the 2 (Two) Nos. different works. Source of Fund: 5 th SFC. Document download/sell starting (online) from **28.11.2024 up to 04.12.2024 at 11.00 Hrs. (27.11.2024 up to 03.12.2024 at 11.00 Hrs. for NIT-419)**. Last date of submission of Bid (online) **04.12.2024 11.00 Hrs. (03.12.2024 at 11.00 Hrs. for NIT-419)**. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): **05.12.2024 at 11.00 Hours(04.12.2024 at 11.00 Hrs. for NIT-419)**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

তপন কুমার সরকার ও তাপস কুমার সরকার উভয়ের পিতা মৃত সুকুমার সরকার সাং পোঃ- নপাড়া, থানা-বারাসাত উঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৫। গত ইং ১৮।১০।২০০২ তাং কদম্বগাছি A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ২২ নং আমমোক্তার মূলে অমল দে পিং মৃত অনন্ত দে, মনীষ ব্যানার্জী পিং মৃত অক্ষয় ব্যানার্জী, পুলক বরণ চৌধুরী পিং হিল্লোল বরন চৌধুরী, অসিত কুমার মুখার্জি পিং অমিয় মুখার্জি কে পাওয়ার দেয়। উক্ত পাওয়ার বলে উপরোক্ত আমমোক্তারগন ১ নং বহির ৮৩৮১ / ২০০২ ডিড মূলে ২৮।১১।২০০২ তারিখে D.S.R.-2 বারাসাত অফিসে শ্যামা মণ্ডল ওরফে শ্যামা সরকার মণ্ডল কে বিক্রয় করে। যাহার মৌজা নপাড়া J.L.-৮৬, থানা- বারাসাত। সাবেক দাগ নং ১৪১৪ আর এস এবং এল.আর.দাগ নং- ১৪১৯ এল.আর. খতিয়ান নং-১৭৫ আর.এস খতিয়ান নং-৬৭৬ পরিমাণ-২.৬৬০ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কারো কোনো আপত্তি থাকলে আগামী এক মাসের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
40/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of Outdoor Gym Equipment's at Banabitan Park, Salt Lake.	03.12.2024	11.12.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ভ্যানের ধাক্কায় ভাঙল লেভেল ক্রসিং গেট, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২ ডিসেম্বর ঃ ভ্যানের ধাক্কায় লেভেল ক্রসিং গেট ভেঙে যাওয়ায় সোমবার সকালে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় পূর্ব বর্ধমানের তালিতে। ব্যাহত হয় বর্ধমান-আসানসোলের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা। দুর্ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সিউড়ি রোড। ফলে সপ্তাহের প্রথম দিন নাকাল হন যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটে, বর্ধমান-আসানসোল রেলপথের তালিতে। রেলপথে বর্ধমানের পরের স্টেশনই তালিত। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একটি ডিমবোঝাই পিকআপ ভ্যান গুসকরা থেকে সিউড়ি রোড হয়ে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। তালিতে রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে বিপত্তি ঘটে। লেভেল ক্রসিং বন্ধ হওয়ার মুখে ভ্যানটি তাড়াতাড়ি পার হতে যায়। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ধাক্কা মারে সোজা গেটে। এর ফলে গেটের একটি অংশ ভেঙে যায়। উল্টে পড়ে ভ্যানটিও। দুর্ঘটনার জেরে দু'পাশের যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সিউড়ি রোডে আটকে পড়ে যাত্রীবোঝাই বাসগুলি। ফলে দুর্ভোগ বাড়ে যাত্রীদের। পাশাপাশি, এর ফলে বর্ধমান জংশন স্টেশনে বন্দে ভারত-সহ বিভিন্ন ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। হাওড়া ও শিয়ালদহগামী রাজধানী এক্সপ্রেসও দাঁড়িয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে ছাড়ে আসানসোল ও রামপুরহাটগামী ট্রেনও। স্বাভাবিকভাবেই তুমুল ভোগান্তি হয় ট্রেন যাত্রীদের। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে দূরপাল্লার যাত্রীরাও দুর্ভোগের শিকার হন। তড়িঘড়ি ওই গাড়িটিকে সরানোর ব্যবস্থা করেন রেলকর্মীরা। হাওড়া- আসানসোল এবং সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে একের পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে বেশকিছুক্ষণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

একবছরে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিএসএফ নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মা

দুরন্ত বার্তা, ২ ডিসেম্বর ঃ ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় সীমান্তে সদা জাগ্রত রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নিজেদের গত একবছরে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিএসএফ নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মা। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও উত্তরবঙ্গ এই ফ্রন্টিয়ার প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৮৮ সালে। সবচেয়ে বড় ফ্রন্টিয়ার হলেও গত একবছরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের কাজকর্মের ধরণ অনেকটাই বেড়েছে।

আধুনিক পদ্ধতি মেনে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করা গেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি ইন্সপেক্টর জেনারেলের। আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেও বিজিবির সঙ্গে বিএসএফের সম্পর্ক ভালো। সীমান্ত যা সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা সমাধান করা হয়। অনুপ্রবেশ রুখতে সিসিটিভি, বায়োমেট্রিক গেট সহ উন্নতমানের যন্ত্রের সাহায্যে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষা করা হয়। ১০ শতাংশ কাঁটাতারহীন বেড়া থাকলেও তা সমাধান করতে কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এলে তা রুখতে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করলেও তা রোখা হচ্ছে। অন্যদিকে, কাঁটাতারহীন এলাকায় বেড়া নিয়ে জমির কাজ চলছে এবং রাজ্য সরকার সবরকম সহযোগিতা করে। গরু পাচার রুখতে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশের চেষ্টা বেশি করলেও অনুপ্রবেশ রুখতে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সীমান্তে জাল নথিপত্র রুখতে প্রশাসনের আধিকারিকদের জানানো হয়। তিনবিঘা করিডোরে অনুপ্রবেশ রুখতে সবরকম ব্যবস্থা হচ্ছে এবং জমি সংক্রান্ত সমস্যা মিটছে দাবি ইন্সপেক্টর জেনারেলের। জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ১৯৪ জন ভারতীয়, ২০৩ জন বাংলাদেশি ও ৩ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ ডিসেম্বর ঃ বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি প্রাপকদের তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানেল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের মাড়গ্রামে। সোমবার রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের মাড়গ্রাম হাতিবাঁধা মোড়ে অবস্থিত অফিসে ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় পাঁচশতাধিক মানুষ ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০১৮ সালে যে সার্ভে করা হয়েছিল সেই তালিকায় নাম ছিল। পরে সেই তালিকা ধরে পুনরায় সার্ভে করার পর বহু মাটির বাড়ির থাকা বাড়ি প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ, পাকা বাড়ি আছে এমন ব্যক্তিদের নাম বাড়ি প্রাপকদের তালিকায় নাম নথিভুক্ত হয়েছে। সরকারি সার্ভে দলের এক শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজস করে প্রকৃত বাড়ি প্রাপকদের নাম বাদ দিয়ে বিত্তবানদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তৃণমূলের মাড়গ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বুথ সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বলেন, আমিও তৃণমূলের বুথ সভাপতি। দ্বিতীয়বার আবাস যোজনার যে তালিকা তৈরি করা হয় সেখানেও প্রকৃত প্রাপকদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্লক অফিসের আধিকারিকরা আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে সার্ভে তালিকা তৈরি করেছেন। পাকা বাড়ির মালিকদের তালিকায় নাম রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রাপকদের নাম নেই। তাই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। রামপুরহাট ২ ব্লক আধিকারিক অর্ঘ্য দত্ত জানিয়েছেন, যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে তাদের কাছ থেকে আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে। তারপর সেই আবেদন খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রামপুরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহারা মণ্ডল মণ্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন কোন রকম দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করা হবে না। আমরাও কোনরকম অনিয়ম মেনে নেব না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবমাননা বা যৌন হেনস্থা রুখতে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবমাননা বা যৌন হেনস্থার মতো ঘটনা রুখতে সচেতনতা শিবির হলো মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কাজের জায়গায় কোনওরকম সমস্যার মুখে পড়লে কিভাবে, কোথায় আবেদন করবেন মহিলা কর্মীরা। তাঁদের জন্য আইনি সুরক্ষা কবচ কি রয়েছে, অথবা পুরুষকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে কিভাবে মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার রাখবেন এসব বিষয় তুলে ধরা হয় এদিনের সচেতনতা শিবিরে। মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী এদিন কলেজের নানা ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক,ও আধিকারিকদের নিয়ে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি সহজ হবে।

সৌরচালিত পানীয় জলের শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের সৌরচালিত পানীয় জলের শিলান্যাস করা হল। সৌরচালিত পানীয় জলের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ। সোমবার খড়িবাড়ির ফুলবর জোতের যীশু খ্রীষ্টের চার্জে প্রায় পাঁচ লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকার ব্যয়ে সৌরচালিত পানীয় জলের শিলান্যাস করা হয়। এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করবে, মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মনে করে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং শৌচালয়ের গুরুত্বটা বেশি দিচ্ছি বলে জানান মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ । এদিন বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রকল্পের পরিশ্রুত পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ বিহার থেকে এ রাজ্যে প্রবেশ করে এখানকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে বা মন্দিরে চুরি করাতো বিহারের একটি গ্যাং। আর সেই গ্যাং এর এক সদস্যকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ। গত শনিবার রাত্রে শিলিগুড়ি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের উজ্জল সংঘের সামনে একটি মন্দির থেকে চুরি যায় ভগবানের মূর্তির গহনা। রবিবার সকালে মন্দির কর্তৃপক্ষ এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অভিযোগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এনজেপি থেকে গ্রেফতার করা হয় বিহারের লক্ষিসরাই এর বাসিন্দা এমডি সনু কে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় মন্দিরে চুরি হওয়া রুপার গহনা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বিহারের এই গ্যাং দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার ছোট ছোট শিশুদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে এই ধরনের চুরির কাজ করাতো। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশে গ্রেফতার সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবিতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে আটক সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবীতে জলপাইগুড়ির রাজপথে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ মিছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশের তদারকী সরকার গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করেছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভক্ত সংগঠন ইস্কন সন্ন্যাসী চিন্ময় দাস প্রভুকে, এর পর থেকেই উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলা, চলছে সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ, সোমবার একই দাবিতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে শহরের বাবুঘাট থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল রাজপথ ধরে এগিয়ে চলে কড়া পুলিসের পাহারায়। মিছিল থেকে স্লোগান দেওয়া হয় অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকার দ্বারা গ্রেফতার হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় দাস প্রভুর মুক্তির। মিছিল শেষে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে জেলা শাসকের। কাছে একটি স্বারকলিপি প্রদান করা হয় বলে জানান । হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই মিছিলের মাধ্যমে আমরা সরকারের কাছে আমাদের দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, তারা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এদিনের মিছিল জলপাইগুড়িতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং একতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে।

Abujhati-1 Gram Panchayat Jhapandanga, PurbaBardhaman

Tender Reference No.:— 576/abuj-1/2024-25 Tender Id:- 1) 2024_ZPHD_776737_1 Dated 30/11 /2024, 2) 2024_ZPHD_776737_2 Dated 30/11/2024 e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTenders from **02/12/2024 to 10/12/2024 upto 4: 55 pm**. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০১/কেআইআর/ইএনজিজি./৪৯ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৪ -এর সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০১/কেআইআর/ইএনজিজি/৪৯ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৪ -এর সংশোধনী; অনুগ্রহ করে টেন্ডার নং. ১ -এর প্রশাসনিক কারণে পরিবর্তিত বন্ধ এবং খোলার তারিখ পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল।

এখন বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পড়তে হবে ২৪-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলার তারিখ ও সময় ২৪-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নোটিশ

যে আমার মক্কেল পুতুল রায়, তপন কুমার রায়ের স্ত্রী, যে প্রাঙ্গণ নং-এ বসবাস করেন। ৭ /১, যদু নাথ উকিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১, ওয়ার্ড নং। ১১৫, থানা-ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, বাসন্তী চক্রবর্তী (দাতা) এবং সুমিতা রায়চৌধুরী (ডোনী) এর মধ্যে সম্পাদিত ০৮.১২.২০১০ তারিখের একটি উপহারের দলিল হারিয়েছিল এবং উক্ত দলিলটি জেলা সাব রেজিস্ট্রার ।। সাউথ রেজিস্ট্রার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল ২৪ পরগণা এবং বই নং। এ লিপিবদ্ধ, সিডি ভলিউম নং ৪১, পৃষ্ঠাগুলি ৪৫১৫ থেকে ৪৫৪৬ পর্যন্ত, ২০১০ সালের জন্য নং ১২১৭৬ হিসাবেও হরিদেবপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছে জি.ডি এন্ট্রি নং ২৩৫৫ তারিখ ২৮-১১-২০২৪ এর মাধ্যমে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার, অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Office of the SUMPARA-II GRAM PANCHAYAT (UNDER BELDANGA-II DEV. BLOCK)
TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for NIT No.- **07/24-25/Som-II G.P. up to 09.12.24 16:00 hrs.** for other details visit **website- https://wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P.

Sd/- Prodhan
Sompara-II G.P.

Office of the Block Development Officer Balarampur Development Block, Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/BDO/BLR/NIeT-17/2023-24, Dated-02/12/2024

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for Installation of 01(one) no Solar Submersible Pump for Drinking Water at Kalabera village. Bid submission starting from(online) 03/12/2024 11.00 am up to 09/12/2024 at 6.00 pm. Bid opening date for Technical Proposals(online): 12/12/2024 at 11.00 am.For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/-Block Development Officer
Balarampur Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER & EXECUTIVE OFFICER
Joypur Dev. Block & Panchayat Samity, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-09/E.O/J.P.S/2024-25
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-08/BDO/J.D.B/2024-25

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **1.00 PM of 10/12/2024 for 10 nos. of work**. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive Officer
Joypur Panchayat Samity & Block Dev. Officer
Joypur Dev. Block
Purulia

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : S_D/S-I/XV/140/55/24-25
Name of the work: **Restoration of damaged nikashi drain near Talsari in Ward No. 141 under BR-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 4,33,548.53.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Bid submission start date (online): **03.12.2024 at 2 PM.** Last date and time of submission of bid (online): **11.12.2024 upto 2 PM.** The bid documents and other details will be available on and from **03.12.2024 at 2 PM** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/DB/GRATING/50/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & replacement of MS gratings platforms & other structural works over the annular sump chamber of DWF station at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated amount: **₹ 1,84,798.00.** Earnest money: **₹ 3,700.00.** Period of completion: **07 days.**

(3) NIT No. : KMC/MUSIPHON/WIRING/51/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of lighting arrangement with provision of better illumination system for newly constructed two nos. security guard rooms at Ultadanga Siphon & Manicktala Siphon DPS under MDPS.** Estimated amount: **₹ 1,98,590.83.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : KMC/MDPS/DRINKING/52/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & servicing of 2 nos. existing monoblock pumps with rewinding of 2HP burnt out motor & replacement of 3HP motor with other allied works at MDPS.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 3,600.00.** Period of completion: **10 days.**

(5) NIT No. : KMC/PS2/GRATING/54/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & replacement of MS grating platforms, broken MS ladder, damaged drinking water GI pipe & others allied works over the annular sump & screen chamber at PS-II DPS under MDPS.** Estimated amount: **₹ 1,71,477.00.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No. : KMC/BEERPARA/ACB/48/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, servicing including replacement of damaged components of 1 no. 1000A, 415V, LT ACB, bus coupler with other allied works at Beerpara DPS under MDPS.** Estimated amount: **Open quatation.** Earnest money: **₹ 6,300.00.** Period of completion: **05 days.**

(7) NIT No. : KMC/MOTOR/LEAD/49/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of 4 nos. burnt out motor terminal leads & cables (167 HP-2 nos., 135 HP-1 no. & 75 HP-1 no.) & 1 no. starter panel with other allied works at Duttabagan, Beerpara and Belgachia DPS under MDPS.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 7,300.00.** Period of completion: **10 days.**

(8) NIT No. : KMC/DB/INC/PANEL5/39/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Replacement of damaged components of 5 panel H.T. incomer feeder (Areva make, 6.6KV, 800A) with other allied works at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 9,100.00.** Period of completion: **07 days.**

(9) NIT No. : KMC/DB/BATTERYBANK/47/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Replacement of damaged bateries & repairing of battery bank panels for H.T motor feeder with other allied works at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 9,200.00.** Period of completion: **05 days.**

(10) NIT No. : KMC/DB/LTSTR/M2/40/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Manufacturing, supply, installation and commissioning of star-delta starter panel of 75HP/415V sq. cage induction motor of LT Pump Unit No.-2 at Duttabagan DWF DPS under MDPS.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **13.12.2024 upto 5 PM (For Sl. No. 2 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024 (5 PM) (For Sl. No. 2 to 10).** The website: **https://www.wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2 to 10).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed **(For Sl. No. 2 to 10).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/301 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface disturbed by W/S & Drainage Department at Rabindra Sarani, M. N. Chatterjee Sarani etc. and surrounding area under BR-IV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,85,526.79.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/303 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of different damaged portions of road surface by laying hot mix at Jadulal Mullick Roads, Bidhan Sarani etc. and surroundings under BR-IV.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,87,536.20.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **13.12.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/JOCHAN-08/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Cutting and removing of old bituminous road surface by mechanical means at different roads within the South region within KMC Juridiction under Roads Mechanical Department.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,86,157.44.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024 at 4 PM.** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 after 6 PM.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SJ.M-18/24-25
Name of the work: **Improvement of road surface from Premises No.-111, Raipur Road to 215, Raipur Road in Ward No.-99, BR-X under Roads (M) Department.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,70,950.65.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SJ.M-17/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road surface from 93B, Martin Para to 85/B Martin Para in Ward No.-108, BR-XII under Roads (M) Department.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,93,095.51.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024 up to 11 AM (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 after 5 PM (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/ASPH/TRKGORA-004/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of road surface at Hare Krishna Nagar from 17/7 to H/o Shyamal Das with allied civil works in Ward No.-128, BR-XIV under Roads Mechanical Department.** Estimate cost: **₹ 4,71,619.61.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **14.12.2024 at 5 PM.** The bid forms and other details are available on and from **07.12.2024 (5 PM).**

(5) NIT No. : KMC/ASPH/ARAHA-02/24-25
Name of the work: **Repairing and running maintenance of departmental cold milling machine W-100H2 and other allied works at Asphaltum Department Palmer Bazar.** Estimate cost: **Quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024 - 2.30 PM.** Bid opening date and time for technical proposal: **14.12.2024 at 2.30 PM.** The bid forms and other details are available on and from **02.12.2024 (at 6 PM).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).** (967/24-25)

অজি ক্রিকেটারের প্রশংসা

নাতি-নাতনিদের গর্ব করে বলব, বুমরার ডেলিভারি সামলেছি

সিডনি, ২ ডিসেম্বরঃ টেস্ট ক্রমতালিকা অনুযায়ী বিশ্বের এক নম্বর বোলার। সার্বিক ভাবে বলা যায়, তিন ফরম্যাটেই বিশ্বের সেরা পেসার এই মুহূর্তে জসপ্রীত বুমরাই। বছরের পর বছর তা প্রমাণ করে চলেছেন। এ বছরও দুর্দান্ত ফর্মে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে কৃপণ বোলিং করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাই। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ক্লিন সুইপ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক চাপে ছিল ভারতীয় দল। ক্যাপ্টেন এবং বোলার, দুই ভূমিকাতেই দাপট দেখিয়েছেন বুমরা। পারথ টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে ভারত। তাঁকে নিয়ে মুগ্ধ অজি ক্রিকেটারও। গত দুটি ফাইনালে ভারতের প্রধান মাথাব্যাথা ছিলেন ট্রাভিস হেড। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত সংস্করণের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেডের অনবদ্য ইনিংসেই পিছিয়ে পড়ে ভারত। তেমনই গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালেও ভারতের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হেড। পারথ টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। তবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। জসপ্রীত বুমরার বোলিংয়ে মুগ্ধ অজি ব্যাটার ট্রাভিস হেড। অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট

শুক্রবার থেকে। প্রথম টেস্টে বুমরার পারফরম্যান্স ভারতকে ভরসা দিয়েছে। তেমনই অজি শিবিরে আতঙ্কও তৈরি করেছে। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটার ট্রাভিস হেড বলছেন, ''সম্ভবত সর্বকালের সেরা বোলার হিসেবেই অবসর নেবে জসপ্রীত বুমরা। আমরা এখন বুঝতে পারছি, ওকে ফেস করা কতটা কঠিন। এই চ্যালেঞ্জটা নিতে ভালোই লাগছে।'' হেড আরও যোগ করেন, ''একটা সময় এই দিনগুলোর কথা ভাবব। নাতি-নাতনিদের গর্ব করে বলতে পারব, বুমরার মতো বোলারের ডেলিভারি সামলেছি। ওর বিরুদ্ধে খেলাটা উপভোগ করছি। আশা করছি, আরও কয়েকবার ওর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাব। চ্যালেঞ্জটা উপভোগ্য হবে।''

হতাশার মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানো সিরাজ কৃতিত্ব দিচ্ছেন বুমরাকে

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বরঃ ঘরের মাঠে হতাশার সিরিজ কেটেছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ক্লিনসুইপ। প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। ব্যক্তিগত ভাবে অস্বস্তিতে ছিলেন মহম্মদ সিরাজও। জসপ্রীত বুমরার পর দলের দ্বিতীয় সেরা পেসার তিনি। কিন্তু নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সিরাজ। কিউয়িদের কাছে লজ্জার হারের পর ঘুরে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিয়েছিল ভারতীয় দল। সেই তালিকায় রয়েছেন সিরাজও। তবে পারথ টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সিরিজে ১-০ এগিয়ে ভারত। পারথ টেস্টে ভরসা দিয়েছেন সিরাজ। এর জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন বোলিং সঙ্গী জসপ্রীত বুমরাকে। টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর বোলার জসপ্রীত বুমরা। তাঁর সঙ্গে বোলিং পার্টনারশিপ গড়া যে কোনও বোলারকেই আত্মবিশ্বাস দেয়। সিরাজও বলছেন, ''জসসি ভাইয়ের সঙ্গে সবসময়ই কথা হয়। এখানে প্রথম ম্যাচের আগেও কথা হয়েছে। কোথায় সমস্যা হচ্ছে, মনের মধ্যে কী চলছে সেটা বোঝাই। সে আমাকে বোঝায়, অতিরিক্ত না ভেবে লাইন লেন্থে নজর দিতে। এরপরও উইকেট না পেলে তখন ভাবতে।'' পারথ টেস্টে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল ভারত। জসপ্রীত বুমরা সহ পেসারদের অনবদ্য পারফরম্যান্সেই ঘুরে দাঁড়ায়। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটাররা দুর্দান্ত জায়গায় পৌঁছে দেয় ভারতকে। বোলারদের সৌজন্যে ২৯৫ রানের বিশাল জয়। পারথে দু-ইনিংস মিলিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের ম্যাচ। নজর থাকবে বোলিং আক্রমণেও।

অ্যাডিলেডে পৌঁছল ভারতীয় ক্রিকেট দল

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বরঃ অ্যাডিলেড শুনলে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের নানা বিষয়ই মনে পড়বে। সবার আগে কী মনে পড়তে পারে? হয়তো গত সফর। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত দুই সফরেই টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। যদিও গত সফরের শুরুটা হয়েছিল চূড়ান্ত হতাশায়। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের ম্যাচ দিয়ে সিরিজ শুরু হয়েছিল। আর অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে মাত্র ৩৬ রানে অলআউট হয়েছিল ভারত। দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে সিরিজ জিতলেও মাত্র ৩৬ রানে অলআউটের ক্ষত এখনও রয়েছে। সেই অ্যাডিলেডেই এ বার দ্বিতীয় টেস্ট। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্লিনসুইপ হওয়ায় প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দল 'উড়ে যাবে', এমন কথাই বলছিল অজি মিডিয়া। যদিও পারথে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সিরিজে এগিয়ে ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল। বুমরা ও ভারতীয় পেস আক্রমণের দাপটে অস্ট্রেলিয়াও মাত্র ১০৪ রানেই শেষ। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী, বিরাট কোহলির সেঞ্চুরি। ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ভারত। পারথ টেস্টে ছিলেন না নিয়মিত ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। আঙুলের চোটে খেলতে পারেননি শুভমন গিলও। দু-জনই ফিট। পারথ টেস্ট শেষের পর সেখানে গোলাপি বলে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিল ভারত। তেমনই ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে ভারত। ৪৬ ওভারের ম্যাচ হয়েছে। ভারত জিতেওছে। তবে রান পাননি রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে ভারতের ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। ওপেনিং জুটি ভাঙা হবে নাকি রোহিত মিডল অর্ডারে ব্যাট করবেন, সেটাও পরিষ্কার নয়। প্র্যাক্টিস ম্যাচে চারে নেমে রান পাননি রোহিত। বিরাট-বুমরা-পন্থ অবশ্য প্র্যাক্টিস ম্যাচে নামেননি। কাল থেকে অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দেবে ভারতীয় দল।

ফুটবল ম্যাচে সমর্থকদের সংঘর্ষে ভয়াবহ পরিণতি, মৃত শতাধিক!

গিনি, ২ ডিসেম্বরঃ জোগো বোনিতো। ফুটবলকে সুন্দর খেলা বলা হয়। সমর্থকদের মধ্যে আবেগও বেশি। অনেক সময়ই গ্যালারিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিছুক্ষেত্রে ম্যাচের পরও এর রেশ থাকে। সেই পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হতে পারে, অকল্পনীয়। আফ্রিকার এক দেশে শিউরে দেওয়া পরিস্থিতি। গিনির এক ফুটবল ম্যাচ ঘিরে এমন পরিস্থিতিই তৈরি হল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সূত্রে খবর, সমর্থকদের সংঘর্ষে মৃত শতাধিক। গিনির অন্যতম বড় শহর এনজেরেকোরে। সেখানকার একটি ফুটবল ম্যাচেই এমন ঘটনা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই শহরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসক বলেছেন, ''হাসপাতালে সারি সারি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। অন্তত ১০০ মৃতদেহ তো হবেই।'' আর এক চিকিৎসক বলছেন, ''ডজনের মৃত্যু হয়েছে।'' সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে এই ঘটনার। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ। অভিযোগ, এরপরই দু-দলের সমর্থকরা মাঠে নেমে পড়েন। সেই লড়াই যে শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। ক্রমশ রাস্তায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলই শতাধিক মৃত্যু বলে সূত্রের খবর। উত্তেজিত জনতা পুলিশ স্টেশনে হামলা করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গিনির সামরিক নেতা তথা প্রেসিডেন্ট মামাদি দোম্বুয়ার উদ্দেশ্যে রবিবার ওই ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছিলেন শহরের ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু, রেফারির এক সিদ্ধান্তে মোড় বদলে যায় ম্যাচের। সেই বিতর্কিত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই গ্যালারিতে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সমর্থকরা। খেলা চলার মাঝেই মাঠে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। হাতাহাতি থেকে শুরু হয় খুনোখুনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে 'পার্টনারশিপ' মডেলেই আটকে পিসিবি! মাথা নোয়াবে না পাক বোর্ড

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাকি নেই আর তিন মাসও। এখনও টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ হয়নি। নানা বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। যা কাটছে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অনড় মনোভাব পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই তাতে বিরক্ত। অযথা বিষয়টিকে জটিল করা হচ্ছে বলেও মনে করেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের অনেকেই। কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে রাজী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। যদিও পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 'পার্টনারশিপ' মডেলেই আটকে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সদ্য দুবাই থেকে পাকিস্তানে ফিরেছেন মহসিন নাকভি। অনূর্ধ্ব

১৯ এশিয়া কাপ চলছে দুবাইয়ে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন পিসিবি প্রধান মহসিন। পাশাপাশি আইসিসির সঙ্গে বৈঠকও করেন। ইংল্যান্ড এবং আরব আমির শাহি বোর্ড কর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান। আইসিসির সঙ্গে মিটিংয়ে নানা শর্ত চাপিয়ে এসেছেন। আইসিসি সেই শর্ত মানলে তবেই হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাজী হবে পাকিস্তান। পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পিসিবি এ বার মাথা নোয়াবে না। হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলে পাকিস্তানও আইসিসির কোনও টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতে যাবে না। নিরপেক্ষ ভেনু হতে পারে দুবাই। আইসিসি ফিউচার টুর অনুযায়ী, আগামী বছর মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত। শুধু তাই নয়, শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০৩১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ওয়ান ডে বিশ্বকাপেরও আয়োজক ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আইসিসির উপরই।

লিভারপুলে 'শেষের বার্তা' দিলেন সালাহ

'এখানে থাকার চেয়ে আমার চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি', লিভারপুলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কদিন আগে এমন মন্তব্য করা মোহামেদ সালাহ 'প্রিয় ক্লাবে' সত্যিই যেন নিজের শেষ দেখে ফেলেছেন। ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে দুর্দান্ত জয়ের পর মিশরীয় তারকা ফরোয়ার্ড কিছুটা আক্ষেপের সুরে বললেন, অ্যানফিল্ডে সিটির বিপক্ষে এটাই হয়তো তার শেষ ম্যাচ।

লিভারপুল, ২ ডিসেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শিরোপাধারী সিটিকে ২-০ গোলে হারায় লিভারপুল। দুটি গোলেই মিশে আছে সালাহর নাম। তার পাস থেকেই প্রথম গোলটি করেন কোডি হাকপো। পরে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সালাহ নিজে। লিভারপুলের জার্সিতে দারুণ সব পারফরম্যান্স উপহার দেওয়া সালাহ চলতি মরসুমেও আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ গোল করে মরসুমে ক্লাবটির সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। লিভারপুলের সঙ্গে ২০২৪-২৫ মরসুমেই শেষ হয়ে যাবে সালাহর চুক্তির মেয়াদ। তারপরও তাকে রাখতে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেয়নি ক্লাবটি। যা নিয়ে কদিন আগেও হতাশার কথা বলেন সালাহ। সিটি ম্যাচ শেষে আরেকবার লিভারপুলে তার ভবিষ্যত নিয়ে জিজ্ঞাস করা হলে স্কাই স্পোর্টসে ৩২ বছর বয়সী ফুটবলার তুলে ধরেন নিজের

ভাবনা। সত্যি বলতে, এটা আমার ভাবনায় আছে। এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে এটাই সিটির বিপক্ষে (অ্যানফিল্ডে) লিভারপুলের হয়ে আমার খেলা শেষ ম্যাচআবহটা ছিল অবিশ্বাস্য, তাই আমি এখানে প্রতিটি সেকেন্ড উপভোগ করব। আশা করি, আমরা লিগ জিতব এবং এরপর দেখা যাবে কী হয়। ২০১৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর সময়ের সঙ্গে দলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের একজন হয়ে ওঠেন সালাহ। এখন পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৬৯ ম্যাচে ২২৪ গোল করেছেন তিনি। একবার করে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপসহ আর কয়েকটি শিরোপা। দীর্ঘ এই পথচলায় ক্লাবটিকে আপন করে নিয়েছেন সালাহ। বললেন, এখানে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার কথা। ''এটা (লিভারপুলে খেলতে পারা) খুবই স্পেশাল। আমি এই প্রাপ্তিকে হালকাভাবে দেখি না। এখানে প্রতিটি মিনিট উপভোগ করছি আমি। এখানে আমি স্বাচ্ছন্দ্যে আছি।'' অ্যানফিল্ডে গোল করা এবং জিততে পারা সব সময়ই বিশেষ এক অনুভূতি।

জাপানের বিরুদ্ধেও বড় ইনিংস এল না 'কোটিপতি' বৈভব সূর্যবংশীর

শারজা, ২ ডিসেম্বরঃ গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফি থেকেই শিরোনামে বৈভব সূর্যবংশী। বাঁ হাতি এই ওপেনার মাত্র ১২ বছরেই রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে প্রবল আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে ঘরের মাঠে ভারত অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া যুব দলের বিরুদ্ধেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। কোটিপতি হওয়ার পর আলোচনা আরও বেশি হয় বৈভবকে নিয়ে। আইপিএলের মেগা অকশনে তাঁকে নিয়ে লড়াই হয়েছিল। বেস প্রাইস ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। অবশেষে ১.১০ কোটিতে বৈভবকে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। মাত্র ১৩ বছরেই

কোটিপতি! অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে অবশ্য পারফর্ম করতে ব্যর্থ বৈভব। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। ৯ বলে মাত্র ১ রান করেছিলেন। ম্যাচটি হেরেছিল ভারত। আজ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের মতো নবাগত টিমের বিরুদ্ধেও বড় ইনিংস এল না বৈভবের ব্যাট থেকে। শুরুটা ভালো করলেও ২৩ বলে মাত্র ২৩ রানেই মাঠ ছাড়েন ভারতীয় ক্রিকেটের 'নেক্সট' বিগ থিং! টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় জাপান। মুম্বইয়ের তরুণ আয়ুষ মাহত্রের সঙ্গে ওপেনিংয়ে ৬৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন বৈভব। কিন্তু বৈভবের থেকে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স দেখা গেল না। ভারতীয় ইনিংসের অষ্টম ওভারেই জাপানের মিডিয়াম পেসার কাজুমা কাতো-স্ট্যাফোর্ডের বোলিংয়ে ফেরেন বৈভব। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুব টেস্ট সিরিজে ৬২ বলে ১০৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন। এ বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতেও অভিষেক হয়। যদিও ৬ বলে মাত্র ১৩ রান। আইপিএলে বিশাল দর পাওয়ার পর যেন মানসিক আত্মতুষ্টি জায়গা করে নিয়েছে।

কাম্বলির পরিণতি হতে চলেছে? ফিরে আসার কথা বললেন পৃথ্বীর কোচ

মুম্বই, ২ ডিসেম্বরঃ বিনোদ কাম্বলির পরিণতি হতে চলেছে তাঁর? একদা ভারতীয় ক্রিকেটে কাম্বলি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান এক ক্রিকেটার। টেস্টে দু-দুটো ডাবল সেঞ্চুরি। টেস্ট এবং ওয়ান ডে-তে নিয়মিত মুখ। মুম্বইয়ের বস্তিতে থেকে এভারেস্টে উঠে পড়েছিলেন কাম্বলি। তাঁর প্রতিভার নিরিখে পিছিয়ে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকরের মতো বিস্ময়বালকও। কিন্তু লম্বা খেলায় কাম্বলি হারিয়ে গিয়েছিলেন। সচিন তৈরি করে গিয়েছেন নিজের সাম্রাজ্য। প্রতিভাই কি ক্রিকেটে শেষ কথা? প্রতিভা দরকার পড়ে। কিন্তু আরও বেশি লাগে সংযম, নিষ্ঠা। নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ধরে রাখার তাগিদ। যেটা কাম্বলির ছিল না। সেই কাম্বলির মতোই কি পরিণতি হতে চলেছে পৃথ্বী শ-র? যাঁর কাছে ক্রিকেটে হাতেখড়ি, ছেলেবেলার কোচ পিঙ্কুতকর কিন্তু বলে দিয়েছেন, ''কোনও সন্দেহ নেই, ক্রিকেটকে

অসম্ভব ভালোবাসত। কিন্তু ক্রিকেটের বাইরের অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে। যে করাণে হয়তো খেলার প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে খারাপ সময়ের মুখে পড়েছে। যত দ্রুত সম্ভব পৃথ্বীর ফিরে আসা উচিত। সবার ভালোবাসা ওর সঙ্গে আছে।'' যে দিল্লি ক্যাপিটালস ২ বছর আগে ৭ কোটির বেশি টাকায় রিটেন করেছিল, সেই তারাই ছেড়ে দিয়েছে পৃথ্বীকে। এ বারের আইপিএল নিলামে উঠেছিলেন পৃথ্বী। কিন্তু কোনও টিমই তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখায়নি। দিল্লির মালিক পার্থ জিন্দাল বলেছিলেন, ''এই ধাক্কাটা ওর দরকার ছিল।'' উত্থান আর পতনের মাঝে যে খুব বেশি সময় থাকে না, পৃথ্বী যেন দেখিয়ে দিলেন ক্রিকেটকে। ক্রিকেট যেমন হারিয়ে যাওয়ার সাক্ষী থেকেছে, তেমনই দেখেছে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি। ভবিষ্যতের জন্য কী তুলে রেখেছেন পৃথ্বী শ?

মাঠেই লুটিয়ে পড়ার পর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ফুটবলার বোভ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইতালিয়ান সিরি 'আ'তে গতকাল রাতে ফিওরেন্তিনা ও ইন্টার মিলান ম্যাচে দেখা গেছে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা। ম্যাচের ১৬ মিনিটে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন ফিওরেন্তিনার তরুণ মিডফিল্ডার এদোয়ার্দো বোভ। ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার মাঠে লুটিয়ে পড়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় খেলা এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্লোরেন্সের কারেজ্জি হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নিবিড় পরিচর্যায় (আইসিইউ) আছেন বোভ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, খেলার মাঝেই মাঠে এক হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বোভ। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন হেঁটে সামনে যাওয়ার। কিন্তু কয়েক কদম যাওয়ার পর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মাঠেই। বোভকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে কাছে থাকা ইন্টার ও ফিওরেন্তিনার খেলোয়াড়রাই তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক দলকে মাঠে আসার জন্য ডাক দেন। পরে ম্যাচটি সাসপেন্ড করা হয়। চিকিৎসকেরা মাঠে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বোভকে। এ সময় তাঁকে বৃত্তাকারে ঘিরে ছিলেন দুই দলের খেলোয়াড় ও স্টাফরা। পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত

অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ইতালিয়ান এই ফুটবলারকে। পরবর্তী সময় বোভের শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়ে বিবৃতিতে দিয়েছে ফিওরেন্তিনা। তারা জানিয়েছে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বোভ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার বোভের শারীরিক অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্লাবটি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বোভকে স্থিতিশীল হেমোডাইনামিক (রক্ত প্রবাহের গতি) অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর শরীরে প্রথমে যে কার্ডিওলজিক্যাল ও নিওরোলজিক্যাল পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে, তাতে স্নায়ুতন্ত্র ও কার্ডিও-শ্বসনতন্ত্রের মারাত্মক কোনো ক্ষতি লক্ষ করা যায়নি। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার অগ্রগতি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত তাঁকে ফার্মালজিক্যাল সিডেশনে (ওষুধের মাধ্যমে অচেতন করে রাখা) রাখা হয়েছে। গত আগস্টে এক মরসুমের জন্য ধারে এএস রোমা থেকে ফিওরেন্তিনায় যোগ দেন বোভ। এরপর অক্টোবরে সেই রোমার বিপক্ষেই ফিওরেন্তিনার হয়ে পান নিজের প্রথম গোল। পাশাপাশি ইতালি অনূর্ধ্ব ২১ দলের হয়েও খেলেছেন বোভ। অপেক্ষায় আছেন জাতীয় দলে অভিষেকের। কিন্তু এর মধ্যে গতকাল রাতে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে হলো হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে। বোভের সুস্থতা কামনা করে ফিওরেন্তিনা প্রেসিডেন্ট রোকো কোমিসো বলেছেন, ''এদোয়ার্দো আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি দারুণ একজন ছেলে।'' এ পরিস্থিতিতে ক্লাবের সবাই বোভের পরিবারের সঙ্গে আছেন বলেও জানান রোকো। এদিকে বোভের সতীর্থ ও স্প্যানিশ গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে, 'সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন।' তাঁকে নিয়ে পোস্ট করেছে রোমাও, 'আমাদেরই একজন তুমি, তোমার সঙ্গে আছি।'

প্রকাশিত

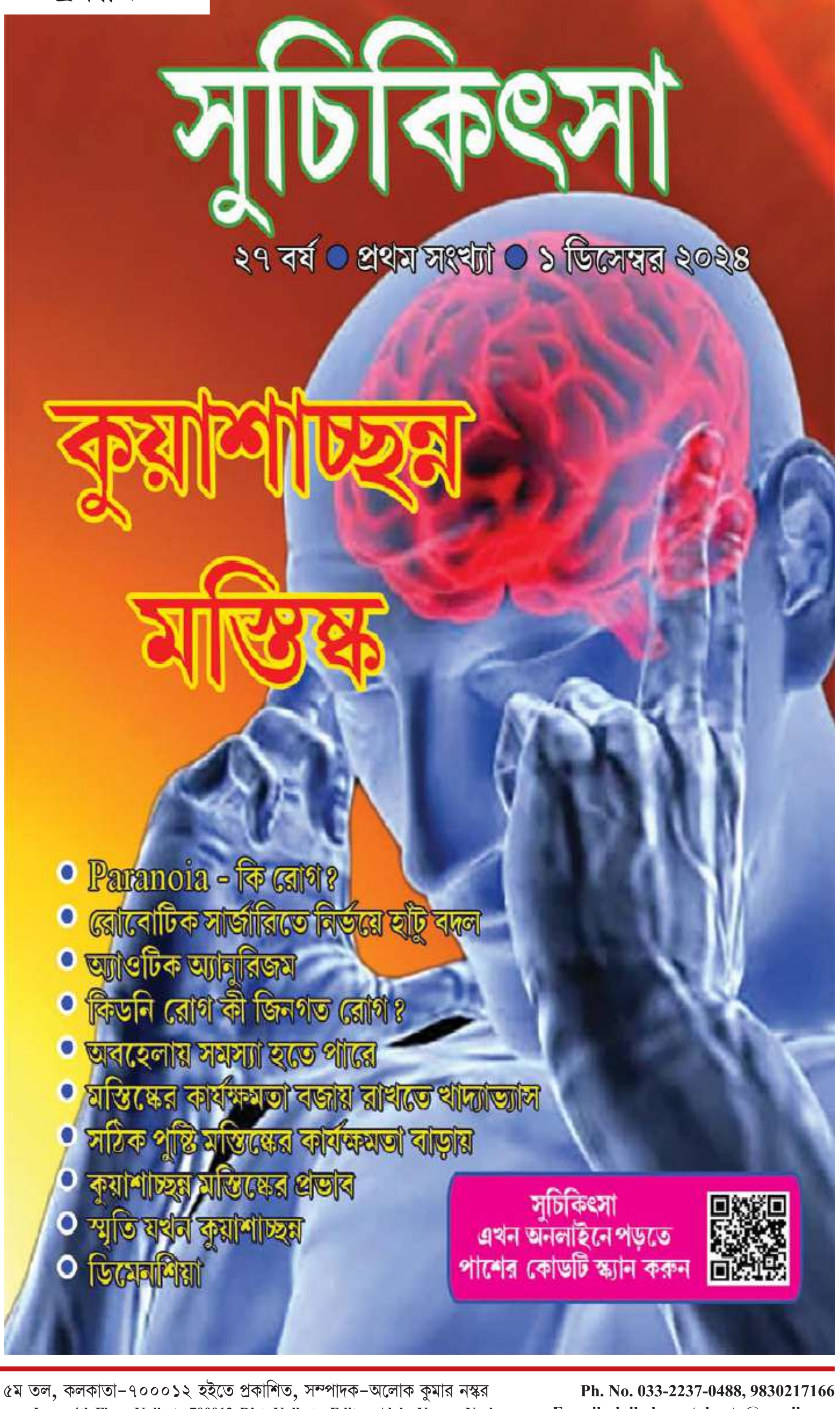

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com